BIBHABATI.

A HISTORICAL ROMANCE.

* * *

EDITED BY

NRISINHA CHANDRA MUKERJEE M. A. & B. L

OF

THE SANSKRIT COLLEGE.

CALCUTTA,

PRINTED BY KALI CHARANA BANERJEE

THE PRACRITA PRESS, No. 2, HOLWELL'S LANE

1872

Price 6: *As.*

বিভাবতী।

ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা

* * *

প্রণীত।

"কথাচ্ছলেন——নীতিস্তদিহ কথ্যতে"।

"সহিব সকলি-যদি ভৎসে সাধুগণে
(ভাবিব সে আশীর্ব্বাদ-বর্সেছি নাচিতে
সর্ব্বসমক্ষে যখন) বিচারিয়া দোষ
(কিংবা যদি থাকে) গুণ————"

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ,

প্রকাশিত।

কালকাতা।

প্রাকৃতযন্ত্রে
শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরমপূজনীয়া ৺ ক্ষীরোদসুন্দরী দেবীর
(স্ম)রণার্থ তাঁহার চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গ।

বিজ্ঞাপন।

বিভাবতীর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল।
পা(ঠ)কগণের প্রতি দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিবার
(ভা)র, অর্থাৎ যদি পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ সহ-
(কা)রে বিভাকে গ্রহণ করেন তবেই তিনি ত্বরায়
(নূত)ন বেশে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইবেন। নতুবা
(এই) স্থানেই গাঢাকা দিবেন।

প্রকাশক।

বিভাবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রান্তরে।

"I start at the sound of my own,

Cowper.

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসে অমাবস্যা নিশিতে এক জন পথিক বিন্ধ্যগিরির সন্নিহিত কোন ভয়াবহ প্রান্তর-মধ্য দিয়া একাকী অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; আকাশ-মণ্ডল নিবিড় ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন। একে অমাবস্যা রাত্রি, তাহাতে আবার গগনমণ্ডল মেঘমালায় আবৃত হওয়াতে কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তথাপি মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদালোক প্রকাশিত হওয়াতে তিনি এক এক বার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু

আবার, পরক্ষণেই নিবিড় অন্ধকাররাশি তাঁহার দর্শন-শক্তিকে একেবারেই অন্তর্হিত করিয়া তুলিল, সুতরাং পুনর্ব্বার বিদ্যুৎস্ফুরণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্থিরভাবে এক স্থানেই দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে হইল। তিনি এই রূপে অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে না করিতেই প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল। তিনিও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর বেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা সম্মুখে কোন আশ্রয় স্থান পান্; কিন্তু সে আশা ফলবতী হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

এ প্রান্তরে কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে?

তিনি মনে মনে কিছু চিন্তিত হইলেন, কিছু ভীত ও হইলেন। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তিনি আর ও ভীত হইলেন। আর ও দ্রুততর বেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল। এই ভয়াবহ প্রান্তরমধ্যে আশ্রয় স্থানের চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাইলেন না।

এই সময়ে আবার পদে পদে অশ্বের গতিরোধ হইতে লাগিল। পথিকের হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল। মৃত্যু অলক্ষিতরূপে সেই ভয়াবহ প্রান্তরে তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। তিনি আপনার শব্দে আপনি চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন।

প্রান্তর—জন শূন্য; বিপদ্—সমূহ; মৃত্যু—আসন্ন। পথিক জীবনাশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেন। তাঁহার সুখময় নিজভবন মনে পড়িতে লাগিল। তুষার-ধবল সুখময় শয্যা মনে পড়িতে লাগিল। পরিবারস্থ প্রিয়জনের আননিবহ মানস-ক্ষেত্রে বারম্বার উদিত হইয়া অধিকতর যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এই সময়ে দুই চারি বিন্দু উষ্ণ অশ্রুজল অজ্ঞাতরূপে তাঁহার কপোল-দেশ বহিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পতিত হইল। পাঠক মহাশয়! যদি আপনার হৃদয় কখন পরের দুঃখে কাতর হইয়া থাকে; যদি আপনি কখন পরের বিপদ্‌কে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন; যদি আপনি কখন অপরের অশ্রুমোচন করিতে গিয়া আপনার অশ্রুর দ্বারা তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; তবেই আপনি এই যুবা পথিকের তাৎকালিক ক্লেশ অনুভব করিতে পারিবেন। তবেই আপনার মন তাঁহার দুঃখে একেবারে গলিয়া যাইবে; তবেই আপনি এই ঘোর বিপদের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া এই ভয়ানক প্রান্তরে তাঁহাকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত একাকীই ধাবমান হইবেন; এবং তাঁহার অশ্রু মোচন করিতে গিয়া স্বয়ং কাঁদিয়া অস্থির হইবেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়! এই সংসারে আপনার মত কয় ব্যক্তি পরের রক্ষার্থ আপান বিপদ্‌সাগরে ঝাঁপ দেয়? কয় ব্যক্তি

প্রাণপণে পরের ক্লেশনিবারণরূপ দৃঢ়ব্রতে ব্রতী হয়? কয় ব্যক্তি পরের হিতকামনায় আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া থাকে?

পথিক একাকী সেই জনশূন্য প্রান্তরে বিপদ সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদাদি সমুদায় একেবারে বৃষ্টিধারায় আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। দুরন্ত শীতে এক একবার শরীরের অস্থিপর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে শরীর অবশ হইয়া আসিল। অশ্বের বল্গা হস্ত হইতে স্খলিত হইল, তিনি বক্রভাবে অশ্বের পৃষ্ঠদেশে অবনত হইয়া পড়িলেন। সুশিক্ষিত অশ্ব ও প্রভুর বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া স্থিরভাবে একস্থানেই দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

তিনি প্রায় অর্দ্ধদণ্ডপরিমিত কাল সেই ভাবেই রহিলেন। এই সময়ে আবার, তাঁহার সম্মুখস্থ একটী বৃক্ষে গুটিকাপাত হইল। বৃক্ষটী জ্বলিয়া উঠিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ছিন্নমূলা কদলীর ন্যায় পড়িলেন। বাতাহত শালবৃক্ষের ন্যায় পড়িলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল কে বলিবে? কিন্তু সে সময়েও এক জনের মুখচন্দ্র বারম্বার তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল।

কে সে ব্যক্তি?

তিনি কি তাঁহার দুখিনী জননী?

না।

তাহা হইলে কি তিনি এ ঘোর বিপদের সময়ে একবারও "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন না?

প্রণয়াধিকারিণী রমণী?

না।

অদ্যাপি কেহই তাঁহার মনোরাজ্যের অধিকারিণী হয় নাই।

তবে কি সমদুঃখসুখ প্রণয়াস্পদ বন্ধু?

হইবে।

কিন্তু সে বন্ধু এখন কোথায়? এ বিপদের সময়ে কি তিনিও অন্তর্হিত হইয়াছেন?

না। তিনি বন্ধুর বিপদে অন্তর্হিত হইবার লোক নহেন। তবে তিনি কোথায়? তিনিও কি ইঁহার ন্যায় বিপদ্‌-সাগরে ভাসিতেছেন? তাঁহার সম্মুখেও কি বজ্রপাত হইয়াছে? তিনিও কি ইঁহার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত আছেন?

হইতেও পারে।

পথিক মূর্চ্ছিত, তাঁহার অশ্ব কোথায়?

যথেচ্ছ গমন করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—()()—

মোহাবসানে।

"মেঘ অন্তে নিশাকর প্রকাশে যেমতি,
তেমতি মেলিলা আঁখি মন্মথসুন্দরী
রতিদেবী মোহ অন্তে; চাহিলা চৌদিকে,
দেখিলা পড়িয়া ভূমে, নির্জ্জন প্রান্তরে
একাকিনী। কাঁপিল হৃদয়গ্রন্থি; মুখ
শুখাইল; টুটিল ধৈর্য্যের রজ্জু,—"

পাঠক মহাশয়! "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" এই কবিতার ভাবগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি? না পারিয়া থাকেন ত আপনি যুবা হউন প্রৌঢ় হউন কিম্বা গলিতনখদন্ত শতবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ হউন তথাপি জগতে কোন বিষয়েই আপনার তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ ভূমণ্ডলে এমন ব্যক্তিই নাই যাহাকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে না হইয়াছে। মানবমাত্রকেই এক সময়ে না এক সময়ে অপার সুখসাগরে সন্তরণ দিতে দেখা গিয়াছে। আবার অপর সময়ে দুরন্ত কাল তাঁহাকেই

দুর্ব্বিহ দুঃখভারে একেবারে পেষিত করিয়া ফেলিয়াছে। অদ্য আমার সুখের ইয়ত্তা নাই বলিয়া যে কল্য আমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবেনা ইহা কোন্ ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? হয়ত কল্য আমার পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননী সহসা ইহলোক হইতে স্বর্গরাজ্যে নীতা হইবেন। হয়ত আমার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কল্য অকস্মাৎ করালকালকবলে নিপতিত হইতে হইবে। হয়ত আমার নয়নপ্রীতিকরী জীবিতেশ্বরী আমাকে না বলিয়াই কল্য চিরজীবনের নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। সুতরাং তখন আমাকে সুখের অনিত্যতা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে।

পাঠক মহাশয়! যদি বলেন যে ঈশ্বরের সুখ ও দুঃখ উভয়বিধই সৃষ্টি করিবার কারণ কি? শুধু সুখ সৃষ্টি করিলেই ত তিনি প্রাণিগণকে দুঃখের হস্ত হইতে অক্লেশে মুক্ত করিতে পারিতেন। তাহা হইলে আমি তাহার প্রত্যুত্তরে এই বলিব যে দুঃখ ব্যতীত কেহই সুখের প্রকৃত আস্বাদন পাইতে পারেন না। দিবাভাগে দিবাকরের প্রচণ্ড আতপে তাপিত না হইলে কি কেহ রজনীতে শীতরশ্মির শীতলত্ব অনুভব করিতে পারে? যদি পারে, ত সে ব্যক্তি মনুষ্য নহে। মনুষ্যমাত্রকেই এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া

চলিতে হইবে। আমাদের পথিক মনুষ্য। সুতরাং তিনি ও এই নিয়মের বশবর্ত্তী।

চলুন পাঠক দেখিগে এক্ষণে আমাদিগের পথিক সেই জনশূন্য প্রান্তরে একাকী কি করিতেছেন। ঐ দেখুন তাঁহার মোহ বিগত হইয়াছে। ঐ দেখুন তিনি এক এক বার চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন। দেখিতেছেন উঁহার হৃদয় এখন ও কিরূপ কম্পিত হইতেছে? কিরূপ ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে? পাঠক! আপনি কি কিছু শুনিতে পাইতেছেন? না পাইয়া থাকেন ত আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখুন, তাহা হইলেই শুনিতে পাইবেন যে উনি অতি মৃদুস্বরে আপনা আপনি কি বলিতেছেন। শুনিতে পাইলেন কি? কি বলিতেছেন? "আমা হইতেই নির্ম্মল বীরকুল কলঙ্কিত হইল"?

ও কি ও পাঠক! আপনি বিস্মিত হইলেন যে? এই ঘোর বিপৎকালে পথিকের মুখে এই রূপ বীরত্বের কথা আপনার ভাল লাগিতেছে না বলিয়াই কি বিস্মিত হইতেছেন?

আবার কিও! বিরক্ত?

আপনি বিরক্ত হইলেও হইতে পারেন বিস্মিত হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া যে আমাকেও তাহাই হইতে হইবে তাহার

স্থিরতা কি? আপনার মন আমার মনের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে। পৃথিবীর যে বস্তু আপনার অত্যন্ত প্রিয়, হয়ত সেই বস্তুই আমার পক্ষে বিষতুল্য। হয়ত আপনি অনিত্য জীবনকে নিত্য এবং নির্ম্মল যশ হইতেও অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলিয়া পথিক কিম্বা আমি তাহা বাসিব কেন?

আপনি ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে "ভিন্ন-রুচির্হি লোকঃ" একথা কোনক্রমেই অযথার্থ নহে।

প্রকৃত বীর হইলে নশ্বর জীবন কে যশ অপেক্ষা অনেক লঘু জ্ঞান করিয়া থাকে।

আমাদের পথিক একজন প্রকৃত বীরপুরুষ। সুতরাং তিনি যশকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল-বাসিয়া থাকেন। এই জন্যই এ সময়েও তাঁহার মুখ হইতে এই রূপ বীরত্বের কথা নিঃসৃত হইয়াছে।

পাঠক! আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমি এই বিষয় লইয়া আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করিয়াছি।

চলুন আবার দেখিগে পথিক কি করিতেছেন। ঐ দেখুন তিনি উঠিয়া বসিয়াছেন। দেখিতেছেন উহাঁর পরিচ্ছদাদি কিরূপ আর্দ্র হইয়া গিয়াছে?

পথিক ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আর্দ্র পরি-চ্ছদাদি সবলে উভয়হস্তে নিষ্পীড়িত করিয়া যথাসাধ্য

বারিবিমুক্ত করিলেন। তাহাতে দুরন্ত শীতের কিছু উপশম বোধ হইল।

পরে দুই এক পা করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে এইরূপে প্রায় শতহস্তপরিমিত ভূমি অতিবাহিত করিলেন।

আবার কি ভাবিয়া ঠিক্ সেই স্থানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহাতে, বোধ হইল যেন কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি, তাহার কিছুই স্থিরতা করিতে পারিলেন না।

তৎক্ষণাৎ একবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিবামাত্রই দ্রুততর বেগে আবার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৃঢ় যত্নের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া একখানি আর্দ্র পত্র প্রাপ্ত হইলেন। পত্র খানি এরূপ আর্দ্র হইয়াছিল যে তাহা উন্মোচিত করা অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল। তথাপি বহুযত্নে কতক উন্মোচিত করিলেন। কিন্তু একে বিদ্যুদালোকে পাঠ, তাহাতে আবার বারিধারায় অক্ষরগুলি ধৌত হইয়া অস্পষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ভাল পড়িতে পারিলেন না। কিন্তু পূর্ব্বের পঠিত বলিয়া তাহার কতক অংশ পড়িতে

পারিলেন। কতক পারিলেন ও না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বহুযত্নে আবার সমুদায় পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা বিফল হইল। তাহাতে পত্রখানি মুদ্রিত করিয়া স্বীয় গাত্রবস্ত্রমধ্যে রাখিয়া দিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে কিয়দ্দূর গমন করিলেন।

আবার কি ভাবিয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইলেন। আবার পত্রখানি খুলিলেন। আবার পড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না।

তাহাতে মুখকান্তি কিছু বিবর্ণ হইল। সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দক্ষিণমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়াই আবার দাঁড়াইলেন। আবার পত্র খানি খুলিলেন।

এইবার অনেক কষ্টে "একাকী বিন্ধ্যগিরির উত্তর পশ্চিমস্থ প্রান্তরের পূর্ব্বাংশে যোগাদ্যাদেবীর মন্দিরে আসিবেন" এই অংশটুকু পড়িতে পারিলেন।

পড়িবামাত্রই মুখে একটু মধুর হাঁসি আসিল। নয়নদ্বয় ঈষৎ হর্ষবিকশিত হইল।

পত্রখানি আবার সযত্নে পরিচ্ছদমধ্যে রাখিয়া ইতস্ততঃ একবার অশ্বের অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু তাহা না পাওয়ায় পদব্রজেই যোগাদ্যাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

পাঠক! পথিকের পত্র পড়িতে কি আপনার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে? না পড়িলে কি সে কৌতুহল কিছুতেই নিবারণ হইবে না?

যদি না হয় ত আপনার মন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অতি অপ্রশস্ত। অতি নীচ। আপনি মনে করিবেন না যে আমার ক্লেশ হইবে বলিয়া একথা বলিতেছি।

আমি পত্রবাহক মাত্র; আমার ক্লেশে ক্ষতি কি? কিন্তু আপনি কি বলিয়া অপরের পত্র পড়িবেন?

অপরের পত্র পাঠ করা মনস্বীর কার্য্য নয়, ইহা কি আপনি জানেন না? কি বলিতেছেন? জানেন কিন্তু পথিকের পত্রখানি না পড়িলে আপনার মনেমনে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে বলিয়া কেবল আজি পড়িয়াই ক্ষান্ত হইবেন? আর কখন পড়িবেন না?

আচ্ছা এই লউন। পাঠ করুন। কিন্তু পথিক পড়িতে পারেন নাই, আপনি কি পারিবেন?

না পারেন ত আমার দোষ কি? ক্ষতিই বা কি? আপনি বুঝিবেন। আমি দিয়া খালাষমাত্র।

কি পড়িলেন?

যুবরাজ!

"আগামী অমাবস্যা রজনীতে একাকী বিন্ধ্যগিরির উত্তর পশ্চিমস্থ প্রান্তরের পূর্ব্বাংশে যোগাদ্যাদেবীর

মন্দিরে আসিবেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে। একাকী আসিতে সাহস না হয় আসিবেন না।"

আপনারি

* * *

সাবধান পাঠক! আজ যাহা করিলেন, করিলেন. কিন্তু আর যেন কখন এরূপ না হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—00—

আমি কি কাঁদিতেছি ?

"মাং বিহায় ক্কাসি কথয়"

যে রজনীতে পথিক একাকী যোগাদ্যাদেবীর মন্দিরোদ্দেশে যাত্রা করেন সেই রজনীতেই একজন অশ্বারোহী পুরুষ যোদ্ধৃবেশে বিন্ধ্যগিরির সন্নিহিত ভূভাগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিলেন। তাঁহার মুখ অত্যন্ত মলিন। নেত্রদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ। ললাটতট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মরাজিতে নিবিড়াচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হইবে, তাঁহার অন্তর কোন গুরুতর চিন্তাদহনে দগ্ধ হইতেছিল।

মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিতে লাগিল। তিনি এক এক বার অতি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়াই আবার, অশ্বের গতিরোধ করিয়া তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিলেন। সতৃষ্ণদৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিক বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিন্তু কিছুই

দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার অশ্বারোহণ করিলেন। পুনর্ব্বার দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেন।

ক্ষণকাল পরেই, আবার অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। আবার ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে মুখ আরও বিবর্ণ হইল; নয়নদ্বয় আরও রক্তবর্ণ হইল।

তিনি সহসা সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া একতানমনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে বহিরিন্দ্রিয় জ্ঞানশূন্য হইয়া আসিল। ক্ষণকাল পরে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুজল অজ্ঞাতসারে তাঁহার কপোলদেশ বহিয়া করতলে আসিয়া পড়িল। তিনি তাহাতে চকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন—

"আমি কি কাঁদিতেছি?"

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতগতি অশ্বের সমীপবর্ত্তী হইলেন। গ্রীবাদেশ অবনত করিয়া সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। ক্ষণকাল কোমলভাবে হস্তদ্বারা গাত্রমর্দ্দন করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যাণচ্যুত করিয়া দিলেন। অশ্বও যথেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিল।

পরে তিনি পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমিতে আরোহণ

করিয়া প্রতি শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রতি গুহায় অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, প্রতি গিরিশঙ্কটে দেখিতে লাগিলেন, তথাপি কাহারও অনুসন্ধান পাইলেন না।

ক্রমে মানসাকাশে একটু কাল মেঘের উদয় হইল। ক্রমে সেই মেঘ বৃহদাকৃতি ধারণ করিল। ক্রমে নিরাশা বায়ুভরে সেই মেঘ ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া মানসাকাশকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন তাহাতে বিদ্যুদ্দাম প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঘন ঘন গভীর গর্জ্জন হইতে লাগিল। এবং মধ্যে মধ্যে ঘোর কঠোর নিনাদে দুই একটী বজ্রপাতও হইয়া গেল!

এইবার তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। মাথায় হাত দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আর ধৈর্য্য রহিলনা, জ্ঞান রহিল না, বল রহিল না, বীরত্বের অভিমানপ্রভৃতি কিছুই রহিল না। বন্ধুর বিপদাশঙ্কায় সকলই এককালে অন্তর্হিত হইল।

তিনি এই ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনন্যমনে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে দারুণ মানসিক যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হইল।

তখন কি মনে করিয়া মৃদুগতিতে পুনর্ব্বার অশ্বের দিকে আসিতে লাগিলেন।

প্রায় অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এই সময়ে পশ্চাদ্-ভাগে কিঞ্চিৎ দূরে মনুষ্যের পদশব্দ বোধ হইল।

যোদ্ধৃ পুরুষের হৃদয়-তন্ত্রী মধুরস্বরে বাজিয়া উঠিল। নেত্রদ্বয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। শরীর শত গুণ বল ধারণ করিল। অনুকূল আশাবায়ু মানসাকাশের সেই কাল মেঘকে কোথায় উড়াইয়া ফেলিল। বিদ্যুৎ, বজ্র, গভীর গর্জ্জন প্রভৃতি সকলই এককালে অন্তর্হিত হইল। মনে করিলেন বুঝি ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা হইল। তাঁহার শ্রম সফল হইল।

তিনি অবহিতচিত্তে, যে দিক হইতে শব্দ আসিতে-ছিল সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে একজন কাঠুরিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মস্তকে একটা বৃহৎ কাষ্ঠের বোঝা, পশ্চাদ্ভাগে একখানি সুতীক্ষ্ণ কুঠার, কটি-দেশে একখণ্ড অতি অপরিস্কার চীরবসন এবং হস্তে একগাছি বৃহৎ সুঁদরীর ছাটা। দেহের আয়তন প্রায় সাড়ে চারি হস্তেরও অধিক: কিন্তু তাহাতে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। শরীরটী বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে সেইরূপ দৈর্ঘ্য বরং বীর্য্য-প্রকাশকই হইয়াছিল।

তাহার এইরূপ আকৃতি দেখিলে সহসা কোনক্রমেই তাহাকে কাঠুরিয়া বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পাঠক!

বলিতে পারি না আপনি তাহাকে সেই রজনীতে সেই বেশে সেই স্থানে একাকী দেখিলে কি মনে করিতেন।

যোদ্ধৃ পুরুষ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই অতি ব্যগ্রভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি? বিজয় কি?" কাঠুরিয়া উত্তর করিল "না বিজয় নহি কিন্তু বিজিত বটে।"

"বিজিত কিরূপ?"

"মহাশয় কে, এবং কি জন্যই বা এই অন্ধকার রজনীতে একাকী এই স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন ইহা বিশেষরূপে না বলিলে আমি আপনার কথার কোন উত্তর দিতে পারিব না।"

"ভাল - আমি কে এবং কি জন্যই বা এই অন্ধকারে একাকী এইস্থানে ভ্রমণ করিতেছি তাহা পরে বলিব। কিন্তু অগ্রে তুমি বিজিত হইলে কিরূপে বল।"

"মহাশয়, আমি ও আমার সঙ্গী উভয়ে কাষ্ঠাহরণ করিয়া এই পথে যাইতেছিলাম। হঠাৎ একটা ব্যাঘ্র আসিয়া সঙ্গীকে লইয়া গিয়াছে।"

"লইয়া কোনদিকে গেল, তুমি কি তাহা দেখ নাই?"

হাঁ—দেখিয়াছি। এবং আমি অনেকদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎও গিয়াছিলাম। কিন্তু শেষে কোন্‌দিকে গেল অন্ধকারে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।"

" তবে হয়ত ব্যাঘ্র এতক্ষণ তাহাকে বধ করিয়াছে।" যোদ্ধৃপুরুষ এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। পরেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন " তবে তুমি এক্ষণে কোথায় যাইবে ? "

কাঠুরিয়া বলিল " আমি ত মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আপনি কে, কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন এবং কিজন্যই বা এই অন্ধকার রাত্রিতে একাকী এই স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন ইহা বিশেষরূপে না জানিতে পারিলে আপনার সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিব না। "

যোদ্ধৃপুরুষ। " আমি কে শুনিবে ? শুন। আমি পথিক, বন্ধুর অন্বেষণে এই রজনীতে একাকী এই স্থানে ভ্রমণ করিতেছি। "

" মহাশয়, এরূপ উত্তরে চলিবেনা। এরূপ হইলে আমি মহাশয়কে কোনরূপেই যাইতে দিতে পারিব না। "

" যাইতে দিতে পারিবে না " এ কিরূপ কথা হইল ? "

" অদ্য আমার উপর এই স্থান রক্ষার ভার আছে, অপরিচিত ব্যক্তি এখান দিয়া যাইলেই তাহাকে রুদ্ধ করিবার আদেশ হইয়াছে। বিশেষতঃ আপনি সশস্ত্র আপনাকে ত কোনরূপেই যাইতে দিতে পারি না। "

যোদ্ধৃপুরুষ ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিলেন " দেখি-

তেছ আমার কটিদেশে শাণিত তরবারি ঝুলিতেছে? তুমি কি আমায় আটকাইয়া রাখিতে পারিবে?"

কাঠুরিয়া পৃষ্ঠস্থ কুঠার দেখাইয়া কহিল "আমিও নিরস্ত্র নহি"

এই কথায় অশ্বারোহী একবারে চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিলেন। কাঠুরিয়ার এই অসীম সাহসের বিষয় মনে মনে কতবার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে এব্যক্তি কথনই প্রকৃত কাঠুরিয়া নহে।

কাঠুরিয়াবেশী তাঁহার এই ভাবদর্শনে সদর্পে কহিল "মহাশয়, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, হয় আপনি কে, তা বলুন; না হয় আমার কুঠারের বল পরীক্ষা করিয়া লউন।"

তাহার এই উদ্ধতবাক্য যোদ্ধৃপুরুষের হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেননা। সদর্পে কোষ হইতে অশি নিষ্কাশিত করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

প্রায় আঘাত করেন, এই সময়ে সেই ব্যাঘ্র ধৃতব্যক্তি রক্তাক্ত কলেবরে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাগত ব্যক্তি যোদ্ধৃপুরুষকে দেখিবামাত্র "মহাত্মা শিবজী-কুলতিলক বিজয়সিংহের জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

যোদ্ধ্‌ পুরুষ চমকিত হইয়া কহিলেন "কে? সুরত সিংহ? সম্বাদ কি?"

সুরত। "সম্বাদ উত্তম—বলিতেছি—

পরেই ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি ইহাকে অস্ত্রাঘাত করিতেছেন কেন?"

যোদ্ধ্‌ পুরুষ। "এ ব্যক্তি কাঠুরিয়া—কাষ্ঠ লইয়া এই স্থান দিয়া যাইতেছিল। আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি পরিচয় দিই নাই বলিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিল—তাহাতেই—

যোদ্ধ্‌ পুরুষের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সুরত সিংহ কহিলেন "কি দুর্দ্দৈব! ও যে আমাদের দূত, আপনি কি উহাকে জানেন না?"

যোদ্ধ্‌ পুরুষ। "না—কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করাতে ও কহিল ও কাঠুরিয়া।"

এই কথা শুনিয়া কাঠুরিয়াবেশী কহিল "জনাব! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক, আমি অন্ধকারে আপনাকে চিনিতে পারি নাই।"

যোদ্ধ্‌ পুরুষ। "তুমি কোন জাতীয়?"

কাঠুরিয়া। "গোলাম মুসলমান।"

যোদ্ধ্‌ পুরুষ। "কত দিন আমাদের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ?"

সুরত। “প্রায় মাসাবধি ও আমার সহকারীর কার্য্য করিতেছে।„

যোদ্ধৃ পুরুষ। “আজি তোমাদের দুই জনের উপ-রেই কি এ দিক রক্ষার ভার হইয়াছিল ? „

সুরত। “আজ্ঞা হাঁ „

যোদ্ধৃ পুরুষ। “তবে তোমাকেই কি ব্যাঘ্রে ধরিয়া-ছিল ? আঘাত লাগে নাই ত ? ”

সুরতসিংহ সদর্পে কহিল “আজ্ঞা একপ্রকার আমিই ব্যাঘ্রকে ধরিয়াছিলাম, এই দেখুন না তাহার রক্তে সমস্ত শরীর আর্দ্র হইয়া গিয়াছে।”

যোদ্ধৃ পুরুষ। “শুভসম্বাদ বটে—কুমারের কিছু সম্বাদ পাইয়াছ কি? ক

সুরত। “শুনিলাম তিনি যোগাদ্যাদেবীর মন্দি-রোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন।”

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা তিনজনেই ক্রমে পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কে তুমি ?

"কা ত্বং শুভে! কস্য পরিগ্রহো বা ?"

পাঠক! আপনি কি অন্ধকার রজনীতে একাকী ভ্রমণ করিতে ভয় পাইয়া থাকেন ? না পান ত আমি কিছু বলিতে চাহি না ; কিন্তু আপনি আপনা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, এইরূপ অমূলক ভয়ের হস্ত হইতে অক্লেশে মুক্ত হওয়া আমাদিগের পক্ষে কি দুরূহ! শৈশবাবস্থা হইতে "ঐ হাপা আসিতেছে" "ঐ জুজু আসিতেছে" "ঐ কান্‌কাটা আসিল" "অমুক মাঠে একটা দশহাত লম্বা কন্ধকাটা বাস করে" "বোসেদের পাঁদাড়ের বেলগাছে একটা ব্রহ্মদৈত্য আছে, একশটা বড় বড় ভূত তার হুকুমের চাকর" এইরূপ অনর্থক ভয়প্রদর্শন দ্বারা আমাদের স্বজনেরাই একেবারে আমাদের মাথা খাইয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমে এই ভয়ানক কুসংস্কার এরূপ বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদিও সেই দুরপনেয় ভয়ের কতক অংশ অপনীত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে

একেবারে অন্তঃকরণ হইতে উন্মূলিত করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন।

একটু অন্ধকার রাত্রিতে একাকী কোথাও যাইতে হইলেই একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এমন কি সেই সময়ে সম্মুখভাগে কোন শাখাপল্লব-রহিত শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ড দেখিতে পাইলেই, তাহাকে ভূত অথবা ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ভ্রম জন্মায়। সুতরাং তখন আর জ্ঞান থাকে না। হয় মূর্চ্ছা, না হয় বড় সাহসী পুরুষ হইলে, সজোরে পলায়ন, ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই।

মধ্যে মধ্যে জনশূন্য প্রান্তরমধ্যে এইরূপে বিপন্ন হইয়া অনেক ব্যক্তির প্রাণনাশ পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। তথাপি আমরা কুসংস্কারের এমনি বশীভূত যে প্রাণান্তেও আপনারা তাহার অসত্যতা প্রমাণ করিতে সাহসী হই না। এবং কেহ প্রমাণ করিতে আসিলে তাহাকেও হাসিয়া উড়াইয়া দিই।

পাঠক! মনে করিবেন না যে কেবল আমারই মাত্র এই দুর্দ্দশা। সে হিসাব ধরিতে গেলে আমি একজন প্রকৃত সাহসী পুরুষ। মাঠের মাঝখানে এরূপ ঘটনা হইলে আমি প্রাণপণে ছুটিয়া প্রাণ রক্ষা করি। কিন্তু বাঁশবনের মধ্যে যদি কোন দুষ্ট ভূত বাঁশ নোয়াইয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তখন না পাই পথ

দেখিতে, নাপারি ছুটিতে, সুতরাং ভূতের শরণাপন্ন হইয়া পড়ি।

মনুষ্যের হৃদয় দর্পণস্বরূপ। দর্পণে যেরূপ সম্মুখস্থ ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, আমাদের হৃদয় দর্পণেও আমরা যাহা দেখি কিম্বা শুনি তাহার ঠিক সেই রূপ প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। তবে সামান্য দর্পণের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে সম্মুখস্থ ব্যক্তি বা বস্তু সরিয়া গেলেই দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব অন্তর্হিত হয়। কিন্তু হৃদয়দর্পণে একবার যে বস্তু বা ঘটনা প্রতিবিম্বিত হয় তাহা আর কোন ক্রমেই যাইবার নহে।

যদিও প্রবহমাণ সময়-স্রোত কতক অংশে তাহার অস্পষ্টতা সম্পাদন করে বটে, তথাপি সম্মুখে আনিলে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না এমত নহে।

এই জন্যই বাল্যাবস্থায় যাহা আমাদের হৃদয়-দর্পণে একবার প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঠিক সমভাবেই থাকে। এই কারণেই আমরা কোন কালেও বাল্য সংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই না। এবং এই জন্যই অধিক বয়সেও আমরা এরূপ অমূলক ভয়ের বশীভূত হইয়া থাকি।

ব্যক্তিমাত্রকেই যে এইরূপ ভয়ে অভিভূত হইতে হইবে আমি তাহা বলিতেছি না। আপনি হন কিম্বা আমি হই বলিয়া অপর এক ব্যক্তি তাহা হইবে কেন?

পাঠক! আর বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। আমরা ত সকলেই, একেবারে না হই, একটু একটুও ভীত হইলাম। কিন্তু পথিক ভীত হন্ কি না দেখা যাউক চলুন।

ঐ দেখুন! পথিক নির্ভয়চিত্তে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছেন।

ওকিও পথিক! তুমি যে নির্ভীকচিত্তে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছ? কি বলিলে? বীরপুরুষে অকিঞ্চিৎকর ভয়কে কিরূপ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে তাহারই উদাহরণ দেখাইতেছ?

"যাহারা শাণিত তরবারিকেও সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে তাহারা একাকী যাইতে ভীত হইবে কেন" ইহাই বলিতেছ? ভাল ভাল জগতে তুমিই ধন্য! তুমিই প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র!

পাঠক! আপনিও কি পথিকের ন্যায় নির্ভীক হইতে ইচ্ছা করেন? তবে শাণিত তরবারিকে সামান্য জ্ঞান করিতে শিখুন, স্বয়ং তরবারি ধরিতে শিক্ষা করুন, মৃত্যুকে সুহৃদ জ্ঞান করুন। তাহা হইলে এক দিন বীর বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেন; "ভীত হইব কেন" বলিয়া অভিমান করিতে পারিবেন; পথিকের ন্যায় অন্ধকাররজনীতে একাকী ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন, নতুবা গৃহের কোনে বসিয়া থাকিলে স্বয়ং কিছুই হইবেনা।

পথিক একাকী সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশির মধ্য দিয়া নির্ভীকচিত্তে যাইতে লাগিলেন। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। তিনি ক্রমে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া বিদ্যুদালোকে তাহার দ্বার খুঁজিয়া লইলেন। হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া দেখিলেন, ভিতরে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে। দুই তিন বার "ভিতরে কে আছ?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন।

মন্দিরমধ্য হইতে বামাস্বরে প্রশ্ন হইল "আপনি কে?"

পথিক একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। এই দুর্গম নিশীথে মন্দিরমধ্যে স্ত্রীলোক কিরূপে আসিল মনে করিয়া অত্যন্ত বিস্মিতও হইলেন।

"ইহারাই কি অদ্য আমাকে এখানে আসিতে পত্র লিখিয়াছিল" মনে মনে এইরূপ সন্দেহ করিয়া পুনর্ব্বার ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতে পুনর্ব্বার মন্দিরমধ্য হইতে সেইরূপ প্রশ্ন হইল।

পথিক কহিলেন। "আমি পথিক; মাঠের মধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে পড়িয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া অবশেষে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইচ্ছা এইস্থানে আজি কোনরূপে রাত্রিপ্রভাত করিয়া প্রাতে উঠিয়া চলিয়া যাইব।"

মন্দির মধ্য হইতে উত্তর হইল "আপনি কোন পথের

পথিক তাহা না জানিতে পারিলে আমরা আপনাকে দ্বার খুলিয়া দিতে পারি না।”

রমণীর ব্যঙ্গোক্তিতে পথিকের সাহস হইল। তিনি কহিলেন “এখন সোজা পথের পথিক, কিন্তু বৃষ্টিতে আমার পরিচ্ছদাদি সমুদায় আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, শীতে শরীরের গ্রন্থি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। আর ক্ষণ-কাল আপনারা দ্বার খুলিয়া না দিলেই আমাকে সুতরাং বাঁকা পথের পথিক হইতে হইবে।”

উক্তিকারিণী রমণী কহিলেন “আপনি যে পথের পথিক হউন আমরা তাহাতে ভীতা নহি।”

পথিক। “ভীতা যদি না হন ত দ্বার খুলিতেছেন না কেন ?”

রমণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। পথিক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন।

দেখিলেন দীর্ঘে প্রায় চারি হস্ত পরিমিত এক কালী-প্রতিমা তথায় প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে; প্রতিমার গল-দেশে এক ছড়া বৃহৎ জপাপুষ্পের মালা, সিন্দূরে সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, কটিদেশে মুণ্ডমালা, বামহস্তে একটী বৃহৎ নরকপাল, দক্ষিণহস্তে শাণিত খড়্গ এবং মস্তকে সুবর্ণ-কিরীট।

দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে ভক্তিরসের উদয় হইল

তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী এতক্ষণ কোন কথাই কহেন নাই; তিনি অবহিতচিত্তে পথিকের ভাব গতিক দেখিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পথিককে একপার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যদি অপরাধ না লন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

পথিক পার্শ্বে দাড়াইয়া অবনতমুখে এতক্ষণ কি ভাবিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার নয়ন রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল; তিনি সতৃষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, তাহাতে অপরাধ হয় উপযুক্ত শাস্তি দিব।"

নরম কথায় রসিকার সকল সময়েই সাহস হয়। তিনি কহিলেন "শাস্তির পাত্রী হই উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া ছাড়িতেছিনা।"

পথিক। "তবে আর বিলম্ব কেন?"

"এই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে কোন্ রাজলক্ষ্মী আপনাকে পাইয়া রমণীজন্ম সার্থক করিয়াছেন?"

"তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিনা। আর

কখন দেখা হয় বলিব। কিন্তু আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহার সদুত্তর দিবেন কি ?"

"না দিব কেন ? দিবার উপযুক্ত হয় অবশ্য দিব।"

"আপনিই কি আমাকে অদ্য এখানে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন ?"

রমণী একটু হাঁসিয়া প্রতিমার পশ্চাদ্‌ভাগে সরিয়া গেলেন।

পথিক কিছু বিস্মিত হইয়া অন্যমনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তেক পরেই রমণী হাঁসিতে হাঁসিতে আবার তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন।

পথিক কহিলেন। "আপনি এত হাঁসিতেছেন কেন ?"

রমণী উত্তর করিলেন। "বলিতে পারিনা।"

পথিক বুঝিলেন হাঁসিবার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ আছে। কিন্তু তাহা কি তাহার কিছুই স্থিরতা করিতে না পারিয়া একদৃষ্টিতে রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

রমণী হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন 'মহাশয় যে পত্রের কথা বলিতেছিলেন তাহা আমি লিখিনাই।"

পথিক। "কে লিখিয়াছে, তাহা আপনি জানেন ?"

"জানি, ... মনে করিলে তাহাকে ধরাইয়া দিতেও

পারি ; কিন্তু এরূপ মাঠের মাঝখানে ধরাইয়া দিতে কিছু আশঙ্কা হইতেছে।”

“আশঙ্কা কি ? শিবজী-বংশ-সম্ভূত বিজয়সিংহ হইতে স্ত্রীজাতির কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই।”

রমণী সিহরিয়া উঠিয়া আবার প্রতিমার পশ্চাদ্ ভাগে সরিয়া গেলেন। ক্ষণকালপরেই রমণী হাঁসিতে হাঁসিতে আর একটী যুবতীর হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কহিলেন “মহাশয়! ইনিই এই পত্রের লেখিকা।”

যুবতী জ্যেষ্ঠাকে অঙ্গুলি-পীড়িত করিয়া কাণে কাণে কহিলেন “আ মর! লজ্জার মাথায় জলাঞ্জলি দিলি নাকি ?”

জ্যেষ্ঠা কহিলেন। “জলাঞ্জলি দিতামনা, কিন্তু তুমি পথে বসিয়াছ দেখিয়া কাজেকাজেই দিতে হইল।

যুবতী আর কোন কথা না কহিয়া হাত ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরিয়া গেলেন।

ষোড়শী প্রতিমার অন্তরালে ছিলেন বলিয়া পথিক এতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে পথিকের হৃদয়ে দ্বাদশসূর্য্য প্রতিভাত হইল। তিনি তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে ইনি কখনই সামান্যা রমণী নহেন। নিশ্চয়ই কোন মহদ্বংশসম্ভূতা। কিন্তু অপরা রমণীই কে ; কিরূপেই বা তাঁহারা তাঁহাকে জানিলেন,

এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহাকে একাকী সেখানে আসিতে পত্র লিখিলেন, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেননা।

পাঠক! এতক্ষণে আমি আপনাকে পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাইলাম। কিন্তু দেখিবেন যেন পরীক্ষার নাম শুনিয়া ভীত হইবেননা। কেন না তাহা হইলে আমি আপনাকে মূঢ় বলিব।

এইবার আপনার প্রকৃত পরিচ্ছদ ধারণ করুন, স্বোপার্জ্জিত পুঁজিপাটা লইয়া আমার নিকটে আসুন, তাহা হইলেই উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। নতুবা ছদ্মবেশে কিম্বা অন্যের পুঁজি লইয়া আসিলে, উত্তীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ সমুদায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা।

লোকের রীতিই এই, যাহার সহিত আলাপ করিবে অগ্রে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া লয়। আমিও সেই জন্যই পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু আমি বিদ্যাও পরীক্ষা করিতে চাহিনা, বুদ্ধিও পরীক্ষা করিতে চাহিনা, কেবল মন পরীক্ষা করিতে চাহি। ইহাতে কোন আপত্তি থাকে আপনার সহিত আলাপ করিব না।

পাঠক! বলুন দেখি এই রমণীদ্বয়ের সহিত আলাপ করিতে আপনার ইচ্ছা আছে কি না? থাকে ত স্পষ্ট বলুন, লুকাইবার প্রয়োজন নাই।

কি বলিলেন?

"ষোড়শীর সঙ্গে আলাপ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?"

ইচ্ছা হয় না আমি বলিতেছিনা। কিন্তু মনের ভিতর কিছু কোরকাপ থাকিলেই সেটা দোষের হইয়া পড়ে। নতুবা তাহাতে হানি কি?

ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত যে পরবনিতাকে ভগ্নীজ্ঞান করিয়া চলেন। কুদৃষ্টিতে চাহিলে কিম্বা অন্যভাবে দেখিলে সমাজের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্যই বলিতেছি যে আপনার মত লোকের এরূপ করা যার পর নাই অন্যায়।

আরও বলিতেছি যে অমুকের পরিবারকে আমি কুদৃষ্টিতে দর্শন করি। "অমুকের স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী। তাঁহার মুখখানি পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় মনোরম। হস্তদ্বয় মৃণালসদৃশ কোমল। তিনি সাক্ষাৎ রসভাণ্ড! সুখের সরোবর!" ইত্যাদি নানা প্রকার কুৎসকথা আমি যদি অমুকের পরিবারের প্রতি দিবারাত্রি প্রয়োগ করিতে থাকি, তাহা হইলে তিনিও আমার পরিবারের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার না করিবেন কেন? আমি তাঁহার পরিবারকে কুদৃষ্টিতে দর্শন করি, তিনি ও আমার পরিবারকে তাহাই না করিবেন কেন? "আপনার বেলায় আঁটিসুঁটী পরের বেলায় দাঁতখামাটী" করিলে

সমাজ চলেনা। সমাজ দর্পণতুল্য। এ দর্পণে যেরূপ ভঙ্গীতে মুখ দেখাইব স্বয়ং ও সেইরূপ ভঙ্গী দেখিতে পাইব। সুতরাং এরূপ ভঙ্গী দেখা অপেক্ষা ভঙ্গী না করাই ভাল। তাহাতেই বলিতেছি যে এরূপ করা যার-পরনাই অন্যায়।

এখন আসুন তাঁহাদের সহিত আপনার আলাপ করাইয়া দিই।

ঐ যে রমণীকে দেখিতেছেন, যিনি প্রথমে পথিকের সহিত কথা কহিলেন,উহাঁর নাম তরলিকা। আর ঐ যে অপরা ষোড়শীটী, উনি উহাঁর সঙ্গিনী বিভাবতী। এখন বুঝিলেন ত ?

.তরলিকা বুঝিলেন পথিকের মন তাহার সঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। হাঁসিয়া কহিলেন " মহাশয়ের ঝড়বৃষ্টির ক্লেশের কিছু উপশম হইল কি ? "

"পথিক সজোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন " উপশম কি! বরং বৃদ্ধি হইল। "

রমণী আর কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গিনীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাহাতে যাহা দেখিলেন তাহাতে হৃৎকম্প হইল।

দেখিলেন তিনি অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া প্রাণপণে পথিককে দেখিতেছেন। অতি তৃষিতভাবে নয়নের দ্বারা যেন উঁহার মুখকান্তি পান করিতেছেন।

সে দৃষ্টি নিতান্ত নির্দ্দোষ, সরলতাময় ও মধুরতা-ব্যঞ্জক। পদ্ম-পত্র-গত জলের ন্যায় সে দৃষ্টি ঢল ঢল করিতেছে। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে তাহাতে গভীরতাও প্রতিভাত হইতে থাকে। তথাপি তাহাতে বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছিলনা। বস্তুত ভাবুক হইলে সেই দৃষ্টিই অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া থাকে।

তরলিকা বুঝিলেন যে তাঁহার সঙ্গিনী প্রণয়তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছেন ; হাঁসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "কিলো—রাঁধ্‌তে সয়, বাড়্‌তে সয়না ?"

বিভাবতী মুখ অবনত করিয়া আধ আধ স্বরে কহিলেন—"আমি—কি—তোমাকে—পত্র—লি—খিতে বলিয়াছিলাম।

তরলিকা কহিলেন "তুমি বল নাই ; কিন্তু তোমার মন বলিয়াছে, তোমার ব্যবহার বলিয়াছে, তোমার শূন্যহৃদয়তা বলিয়াছে।"

বিভাবতী অনিচ্ছাপূর্ব্বক কহিলেন "আমার কিছুই বলে নাই।"

"বলে নাই ? আচ্ছা, তবে আমি উহাঁকে এখান হইতে যাইতে বলি।"

বিভাবতী কহিলেন "কেন, আমি কি যাইতে বলিতে বলিতেছি।" তিনি দুইবার, তিনবার,

বন্ধুবার বলিলেন "আমি কি যাইতে বলিতে বলিতেছি।"

তরলিকা উচ্চৈঃস্বরে হাঁসিয়া উঠিলেন।

পথিক এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনি ইহাঁদিগের কথা বার্ত্তার কিছুই শুনিতে পান নাই। কিন্তু এক্ষণে তরলিকার হাঁসিতে তাঁহার অন্যমনস্কতা দূর হইল। কহিলেন "বহির্ভাগে অশ্বের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে। বোধ হয় শত্রুরা আমার সন্ধান পাইয়া এপর্য্যন্ত আসিয়া থাকিবে। সংপ্রতি আমি চলিলাম, সময় হয় দেখা হইবে।

তরলিকা কহিলেন "আমাদের ভুলিবেন না বলুন"

পথিক কহিলেন "কে ভুলিবে সখি?"

তর। "যোদ্ধৃপুরুষের হৃদয় পাষাণ তুল্য, সেই জন্যই বলিতেছি, যে পাছে———"

পথিক তাঁহাকে আর না বলিতে দিয়া কহিলেন "সত্য বটে; কিন্তু সেই পাষাণে আজ তোমার সখীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইল। পাষাণ ভঙ্গ না হইলে আর কিছুতেই যাইবার নহে।"

এই বলিয়াই তিনি চকিতের ন্যায় মন্দির মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন।

মুহূর্ত্তপরেই আবার আসিয়া কহিলেন "তোমাদের একাকী রাখিয়া যাইতে মন সরিতেছেনা। তোমাদের সঙ্গে কি লোক আছে?

তরলিকা। "আছে, আপনাকে তজ্জন্য চিন্তিত হইতে হইবেনা।"

পথিক "যোগাদ্যাদেবী তোমাদিগের মঙ্গল করুন" এই বলিয়াই দ্রুততর চলিয়া গেলেন।

আর বিভাবতী ?

তিনি একবার পথিকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তরলিকার অগোচরে মুখে অঞ্চল দিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং পাছে তরলিকা জানিতে পারিয়া উপহাস করেন, এই ভয়ে ভাল করিয়াও কাঁদিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জলধিহৃদয়ে।

"নাচি নাচি ভাসে তরী খর স্রোতোমুখে——
জলদরাজি যেমতি—— নীল গগনেতে
নববায়ু ভরে———"

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। মানবমণ্ডলী সুখে সুষুপ্তিসুখ সম্ভোগ করিতেছে। প্রাণাধিকা প্রণয়িনী কুমুদিনীর সহিত বিরহ উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া নিশানাথের মুখশশী মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন তারকামণ্ডলী এক আধটী করিয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক আধটী বিয়দ্বিহারী পতত্রির শ্রুতি-সুখকর মধুর কূজিত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঝিল্লীরা, পাছে রাত্রি শেষ হইয়া যায়, এই ভয়ে প্রাণপণে ডাকিয়া নিতে লাগিল।

নিশার গভীরতা, নৈশ গগনের গভীরতা, নিশাচর পক্ষিগণের কলরবের গভীরতা, তাহাদিগের পক্ষধ্বনির গভীরতা, ঝিল্লীরবের গভীরতা, নীলবর্ণ সাগর-জলরাশির

গভীরতা, তৎসম্ভূত কল্লোলের গভীরতা, সুখসুপ্ত যুবক যুবতীর সুখনিদ্রার গভীরতা সর্ব্বত্রই গভীরতা বিরাজমান।

চন্দ্রের মাধুর্য্য, চন্দ্ররশ্মির মাধুর্য্য, প্রভাতসমীরণের মাধুর্য্য, সমীরণ-সঞ্চিত সৌগন্ধ্যের মাধুর্য্য ষোড়শী রমণীর নিদ্রামুকুলিত আকর্ণ-বিশ্রান্ত নেত্রের মাধুর্য্য, সাগর কল্লোলের মাধুর্য্য, তদুপরি দোদুল্যমান অর্ণবপোতের মাধুর্য্য, সকলই মাধুর্য্যপরিপূর্ণ।

একখানি বৃহদাকৃতি অর্ণবপোত মন্দ মন্দ বায়ুভরে জলধি-হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে, ঠিক এই সময়ে, ক্রমে ক্রমে, ভারত মহাসাগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশে যাইতে লাগিল। ক্রমে নৈশগগনের অস্পষ্টতা দূরীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক ঈষদ্ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। ক্রমে সাগরজলরাশির উত্তাল তরঙ্গমালা নয়নপথের পথিক হইয়া পোতস্থ নবাকচ ব্যক্তিদিগের মানসক্ষেত্রে বিভীষিকার বীজ রোপণ করিয়া দিতে লাগিল।

এই সময়ে দূর হইতে কামানের শব্দের ন্যায় একটি অস্ফুট-ধ্বনি পোতস্থ ব্যক্তিদিগের কর্ণগোচর হইল।

এক ব্যক্তি কহিল "বোধ হয় কলাবতী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

অপর একব্যক্তি কহিল "আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু কলা-

বতী যে এত শীঘ্র আমাদিগকে ধরিবে ইহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না।”

তৃতীয়। “আমারও তাহাই বোধ হইতেছে কারণ যখন আমরা তাহাদিগকে কাম্বের খাড়িতে ছাড়িয়া আসি তখন পর্য্যন্তও তাহারা প্রস্তুত হইতে পারে নাই।

যখন তাহারা তিন জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল সেই সময়ে অপর এক ব্যক্তি পোতের ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সেইদিক বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার পর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী রাখিয়া দিয়া একটি ভেরীহস্তে করিয়া লইলেন, এবং সজোরে তিনবার বাজাইলেন।

অমনি বজ্রনিনাদে জাহাদের অগ্রভাগ হইতে একটী কামানের আওয়াজ হইয়া গেল।

উপরস্থ ব্যক্তি ভেরীটী লইয়া পুনর্ব্বার বাজাইলেন।

বাজাইব মাত্রেই জাহাদের অগ্রভাগ হইতে পুনর্ব্বার একটী আওয়াজ হইল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় শতাধিক আওয়াজ হইয়া গেল।

নিবিড় ধূমরাশিতে আকাশমণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সে ধূমরাশি তরুণ অরুণকিরণের

খর্ব্বতা সম্পাদন করিল। সে ধূম নবোদিত সূর্য্য-রশ্মির লৌহিত্যের অপাকরণ করিল। ক্রমে বায়ুভরে সে ধূমরাশি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। পরে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। অবশেষে বহুদূর উচ্চে উঠিয়া একখানি বৃহৎ মেঘের আকার ধারণ করিল।

পুনর্ব্বার কামানের আওয়াজ আরম্ভ হইল। দিঙ্-মণ্ডল একেবারে প্রতিধ্বনিতে পুরিয়া গেল। প্রতিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। সুগভীর সাগরজলে মিশাইয়া অধিকতর গম্ভীরতা ধারণ করিল। সাগরহৃদয়ে বিরাজমান তরঙ্গমালাকে পরাজয় করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব তাহাদের আস্ফালন দেখিয়া নিজমণ্ডল হইতে হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রতিধ্বনি তাঁহাকেই পরাজয় করিবার নিমিত্ত তাঁহারই রক্তবর্ণ রশ্মিজাল বাহিয়া শূন্যমার্গে উঠিতে লাগিল।

ক্রমে দূরস্থ কামানের ধ্বনি অধিকতর স্পষ্টতা ধারণ করিল।

এক ব্যক্তি পোতের অভ্যন্তর হইতে উপরে উঠিয়া কি সঙ্কেত করিলেন। তৎক্ষণাৎ উড্ডীয়মান পাইল সমুদায় নামিয়া পড়িল এবং বৃহদাকৃতি একখানি শ্বেত বর্ণ পতাকা জাহাজের অগ্রভাগে উড়িতে লাগিল।

যে ব্যক্তি পাইল সকল নামাইতে সঙ্কেত করিলেন

তাঁহাকে দেখিলেই একজন মহাবীর-পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়ক্রম প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। কিন্তু পাঠক! আপনি তাঁহাকে দেখিলে কথনই ত্রিশবৎসরের ন্যন বয়স্ক বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না।

তাঁহার বক্ষঃস্থল অত্যন্ত বিস্তৃত। ভুজদ্বয় অত্যন্ত মাংসল এবং বলপ্রকাশক। আর দুই চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ হইলেই আমি তাঁহাকে আজানুলম্বিতবাহু বলিতে পারিতাম। তাঁহার কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ—মুষ্টিমিত। কিন্তু তাহা বলিয়া যে নোয়াইয়া ভূমিতে পড়িতেছে এরূপ নহে। চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আকর্ণবিশ্রান্ত। যদি কখন দুটি শ্বেতপদ্মের পাপড়ী পরস্পর পাশাপাশী রাখা যায় এবং যদি কখন দুটি ভ্রমর লইয়া পাপড়ীদুটির ঠিক মধ্যস্থলে বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই কথঞ্চিৎ তাঁহার চক্ষুর মত দেখাইতে পারে।

বর্ণ গৌর এবং উজ্জ্বল; নবপ্রস্ফুটিত চম্পাকপুষ্প অপেক্ষা একটু মলিন মলিন বোধ হয়। মুখকান্তি অত্যন্ত মধুর। নবীন মুখমণ্ডলে নূতন গোঁপের রেখা, নবীন বক্ষঃস্থলে "নবলোমরাজি।"

তাঁহার সমুদায় দেহ লৌহবর্ম্মে আবৃত। কটিদেশে খরশাণ অসি। সে অসি নবোদিত সূর্য্যকিরণে প্রতিভাত হইতেছিল। মস্তকে মণিময় মুকুট।

দেখিতে দেখিতে দূরস্থ পোতগুলি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। ক্রমে এক একখানি করিয়া পূর্ব্বোক্ত পোতের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। পরে সকল পোত হইতেই যুগপৎ এক একটি কামানের আওয়াজ হইয়া গেল। এবং সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই "কুমারের জয়" এই শব্দটি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

কুমার পূর্ব্ববৎ ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া সমুদায় পোতগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকালের মধ্যেই অন্যান্য পোতাধ্যক্ষগণ কুমারের পোতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার সমুদায় পোতাধ্যক্ষকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন। এবং সমুদায় সৈন্যসামন্তকে সুমিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া লইলেন।

সৈন্য এবং সৈন্যাধ্যক্ষেরা ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব পোতে গমন করিল।

সৈন্যেরা ক্রমে আনন্দসাগরে ঝাঁপ দিল। অধ্যক্ষেরা তীরে বসিয়া তাহাদিগের সুখসন্তরণ দেখিতে লাগিলেন।

কুমার ক্রমে উপর হইতে অবরোহণ করিয়া নিজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই শয্যার নিকটে গমন করিলেন। এবং ক্ষণকাল তদুপরি উপবেশনের পর একখানি উত্তরীয় বস্ত্রে আপাদমস্তক আবরণ করিয়া শয়ন করিলেন।

এই সময়ে অপর এক ব্যক্তি কুমারের গৃহে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! এই ব্যক্তিকে চিনিতে পারিতেছেন কি? না পারেন ত আমি আপনাকে 'বড় প্লায়ার" লোক বলিব; কারণ এক্ষণকার লোকেরা "পায়া" বড় হইলেই পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিদিগকে আর চিনিতে পারেন না। এমন কি কখন কখন পিতাকে পর্য্যন্তও চিনিয়া উঠা ভার হইয়া পড়ে।

আধুনিকেরা চারি পাঁচ বন্ধুতে একত্র বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, ইত্যবসরে যদি পিতা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ মলিন-বেশে পুত্রের নিকট উপস্থিত হন, তাহা হইলে পুত্র তাঁহাকে প্রায় "বাড়ীর সরকার" বলিয়াই সারিয়া দিয়া থাকেন। এই জন্যই বলিতেছি যে আপনার মত লোকের পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে না পারা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

যিনি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর। তাঁহার সুললিত অঙ্গ বহুমুল্য আভরণে বিভূষিত। কিন্তু সে আভরণে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয় নাই। তাঁহার মুখশ্রী অত্যন্ত মধুর এবং উৎসাহরাগে পরিপূর্ণ। নাসিকা তিলকুসুম সদৃশ সরল, কিন্তু ততটা 'বিদিকিচ্ছি' দৈর্ঘ্য তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। ওষ্ঠ সম্পূর্ণ, এবং রক্তবর্ণ; কিন্তু তাহা বলিয়া 'রক্ত-

গঙ্গা তরঙ্গিনীর' মত দেখায়না। তিনটী সুন্দর সরল রেখা আড়া-আড়ি-ভাবে তাঁহার গলদেশকে অতিক্রম করিতেছে। তাঁহার কর্ণদ্বয় সুকোমল এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। নয়নদ্বয় কর্ণমূল পর্য্যন্ত যাইতে ছিল কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণ বশত তত দূর পর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়া প্রায় দুই অঙ্গুলী দূরে রহিয়া গিয়াছে। তারকা দুইটী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, দেখিলে বোধ হয় যেন দুইটি নুতন রকমের কৃষ্ণপদ্ম, দুইটি তুষারধবল সুদীর্ঘ ঝিলের ঠিক মধ্যস্থলে ভাসিতেছে। বর্ণ—গৌর—নির্ম্মল এবং নিষ্কলঙ্ক। হস্তদ্বয় মাংসল ; চরণ চরণসদৃশ।

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই একবার এদিক ওদিক দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন কুমার একখানি উত্তরীয় বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয্যোপরি শয়ান রহিয়াছেন। তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন ; ভাবিলেন এ সময়ে ইনি এ অবস্থায় কেন ? ক্ষণকাল স্থির-ভাবে কুমারের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে নিকটে আসিয়া ডাকিতে লাগিলেন।——

"কুমার !"

উত্তর নাই।

"বিজয় !",

নিরুত্তর।

"বিজয় সিংহ !,,

উত্তর নাই।

তিনি কুমারের বক্ষস্থলে হাত দিয়া তিন চারি বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। তথাপি উত্তর নাই। অবশেষে মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন। তাহাতে যাহা দেখিলেন তাহাতে আরও চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন কুমারের দুই গণ্ডে শুষ্ক অশ্রুধারার চিহ্ন রহিয়াছে।

তিনি আরও বিস্মিত হইলেন। মনে মনে "কুমার কি এতক্ষণ কাঁদিতেছিলেন?—কাঁদিবার কারণ কি? এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। পরে কুমারের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে কুমারের ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। বোধ হইল যেন আস্তে আস্তে কি বলিতেছেন।

তিনি অধিকতর মনঃসংযোগের সহিত চাহিয়া রহিলেন।

কুমার নিদ্রাবস্থাতেই কথা কহিতে লাগিলেন।

কি কহিলেন?

"স্বপ্নেঽপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি,

এইটুকু বলিবার পরেই আপনা আপনিই একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, এবং গণ্ডস্থলের শুষ্ক ধারাচিহ্ন দ্বয় আপনা আপনিই পুনর্ব্বার আর্দ্র হইল।

নবাগত ব্যক্তি দেখিয়া শুনিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। কহিলেন "জানিতাম যোদ্ধৃ-পুরুষের হৃদয় মরুতুল্য, কিন্তু আজ এ মরুতেও প্রণয়ের বীজ কিরূপে অঙ্কুরিত হইল!"

এই বলিয়া তিনি মনে মনে কি ভাবিতে লাগিলেন ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন "হাঁ বুঝিয়াছি বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই" তিনি এই বলিয়াই পুনর্ব্বার তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

কুমার সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উঠিয়া নবাগত ব্যক্তি-কে আলিঙ্গন করিলেন, এবং মহাযত্নে আন্তরিক ভাব সকল গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেষ্টা বৃথা হইল।

নবাগত ব্যক্তি কহিলেন "বিজয়! আমার নিকট কিছুই গোপন করিবার প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি।

কুমার। "সমর! আমাকে ক্ষমা কর। পাছে আমার ক্লেশ শুনিয়া তোমার সরল মনে ব্যথা হয়, আমি এই জন্যই কিছু বলি নাই।

সমর। "আমি সে বিষয়ের জন্য অনুমাত্র দুঃখিত নহি। তোমার মন আমি বিশেষ রূপে জানি। কিন্তু আমার অনুরোধ রাখ, এত উৎকণ্ঠিত হইও না। চিরকালের মত মনের সুখটি কি নষ্ট করিবে?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের দুইজনের এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। পোত গুলিও মহাসমারোহে ক্রমে ক্রমে স্রোতোমুখে ভাসিয়া চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাতায়নে।

" অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং করুরুহৈঃ
অনামুক্তং রত্নং, মধু নবমনাস্বাদিতরসং "

পাঠক! আসুন এইবার আপনাকে সমুদ্র পারে লইয়া যাইব। অর্ণবপোতে আরোহণ করাইব। বিভাবতী একাকিনী কক্ষবাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন দেখাইব। আসুন. বিলম্বের কার্য্য নহে। " শুভস্য শীঘ্রং " এক-থাটি কি আপনি জানেননা?

কি বলিলেন?

" জানিবনা কেন? কিন্তু পাছে—"

পাছে কি বলুন।

পাছে জাতিভ্রষ্ট হন ইহাই বলিতেছেন? কি আশ্চর্য্য উনবিংশ শতাব্দীতেও আপনার মুখে এই কথা!! তবে আর ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত না যাইবে কেন?

কি বলিতেছেন?

কেবল আপনাকে ভৎ'সনা করিলে কি হইবে? আপনি একাকী—

আমি কেবল আপনাকে বলিতেছি না, সকলকেই বলিতেছি। আপনি একাকী কিরূপে ভারতের উন্নতি করিবেন একথা যথার্থ ; কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া উন্নতির চেষ্টা করিলে কি হয় না ?

প্রাচীন কালের সে সব কথা ছাড়ুন, "সিন্ধু নদীর পর পারে গেলেই জাতি আর কোন রূপেই থাকিবেক না, যাইবেই যাইবে" এই সব "সর্ব্বনেশে" কথা ভুলিয়া যান, "জাহাজে আরোহণ করিতে যাইলে জাতি কষ্টে স্রষ্টে তীর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যায়; পরে আরোহণ করিলেই তীরে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আইসে" একথাটিও ভুলুন।

ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, প্রাচীনেরা আমাদিগকে এইরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না ?

আর কেন ; রক্ষা করুন ; বিনতি করিতেছি, সেকেলে ধাঁচাগুলি ভুলিয়া যান। স্বদেশের যাহাতে যথার্থ উন্নতি হয়, এরূপ কার্য্যে সকলে বদ্ধপরিকর হউন ; এবং দেশাচার এই ভয়ানক কথাটিকে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া দিউন।

কেমন পাঠক! এখন আপনার সমুদ্রপারে যাইতে কোন আপত্তি নাই ত ? জাহাজে আরোহণ করিতেও কিছুমাত্র বাধা নাই ? যদি থাকে ত, আর আমার বলিবার

কিছুমাত্র নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যদি আপনি সমাজচ্যুত হন, দুইজনেই হইব ; কেননা আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি।

ঐ দেখুন পাঠক ! ঐ দেখুন সম্মুখে প্রকাণ্ড সমুদ্র ! আহা কি সুন্দর, দেখিতেছেন ? দেখুন ! দেখুন ! সাগর জলরাশির কি অপূর্ব্ব নীলিমা ! দেখিতেছেন, তরঙ্গগুলি কেমন দেখিতে সুন্দর ? দেখুন, কেমন একটির পর আর একটি আসিতেছে : ঐ দেখুন, একটি তরঙ্গ কেমন আর একটির সহিত মিশিয়া গেল ! দেখিতেছেন কেমন আবার একটি আসিতেছে ? ঐ ওটিও আবার কেমন একটির সঙ্গে মিশিল !

আর যে তীরভূমি দৃষ্ট হয় না !——ঐ না কি দেখা যাইতেছে ? হাঁ, তাই বটে, ওগুলি তীরস্থ বৃক্ষ। দেখিতেছেন কি সুন্দর দেখাইতেছে ? বৃক্ষগুলি যেন ছোট ছোট ঝোপের মত বোধ হইতেছে। আহা যে দিকে চাই, সেই দিকই গোলাকার ! কোন কবি বলিয়াছেন——

" দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজীনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা। "

একথাটিও যথার্থ।

এই যে দেখিতে দেখিতে আমরা সুখতর দ্বীপে উপস্থিত

হইলাম। চলুন পাঠক! এক্ষণে বিভাবতীর প্রাসাদ পার্শ্বস্থ উপবনে যাই। তিনি একাকী বাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন দেখিবেন চলুন

ঐ দেখুন তিনি একাকিনী বাতায়নে বসিয়া উপবনের শোভা দেখিতেছেন। দেখিয়াছেন, কি নির্নিমেষ নেত্র! কেমন স্থির দৃষ্টি! কেমন বালস্বভাবসুলভচপলতারহিত কোমল মুখশ্রী! দেখিয়াছেন বিভাবতীর নেত্রপ্রান্তে কেমন কালিমা পড়িয়াছে?

ওঁকি বিভাবতি! নয়নে অশ্রুধারা কেন? আবার ওকি? দীর্ঘ নিশ্বাস? না হইবে কেন! প্রণয়ের ঢেউ লাগিয়াছে। ক্ষুদ্র তরণীতে ভয়াবহ তালপ্রমাণ তরঙ্গ লাগিলে কি সে তরণী কখন স্থির থাকিতে পারে? নবমুকুলিতা বাসন্তী লতায় যদি একবার মলয় পবনের ঢেউ লাগে তাহা হইলে সে লতা কি আর স্থির হয়? ওকিও! তোমার ওষ্ঠ নড়িতেছে কেন? হাঁ ঐ না কি বলিতেছেন

কি বলিতেছেন?

"কাহে রূপ হেরনু প্রাণমন সঁপিনু,
তভি সখি হামারি না ভেল।"

আহা কি মধুর ধ্বনি! কি শ্রুতিসুখকর আওয়াজ! কি ভাবুকঘাতি স্বর! আহা বিভাবতি! আবার গাও।

বিভাবতী পূর্ব্ববৎ গাইতে লাগিলেন।

"আগে নাহি বুঝনু প—র—প্রে—"

বিভাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়নে দর দর ধারা বহিতে লাগিল। সে ধারা সুগোল কপোলে মুক্তা-রাজির শোভা ধারণ করিল

বিভাবতী হীরকখচিত ওড়নার প্রান্তভাগের দ্বারা অশ্রু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন

আবার আপনা আপনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বিভাবতীর সুকোমল কমলকোরকনিভ উদগ্র কুচদ্বয় নিশ্বাস হিল্লোলে মন্দ মন্দ কাঁপিতে লাগিল। মলয়মারুত-হিল্লোলে দুটি যমজ কনক পদ্মের কলিকা পাশাপাশি হইয়া যেরূপ কাঁপিতে থাকে সেইরূপ কাঁপিল

বিভাবতী অনিমেষনেত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপবনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব উপ-বনশোভায় প্রিয়দর্শন-লোলুপ নেত্রদ্বয়কে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। পরে মুখে একটু মধুর হাঁসি আসিল; কি ভাবিয়া হাঁসিলেন কে বলিবে? তিনি পুনর্ব্বার গাইতে লাগিলেন

"কাহে রূপ হেরনু প্রাণ মন সঁপিনু,
তভি সখি হামারি না ভেল।"

"আগে নাহি বুঝিনু পর প্রেমে মজিনু
জীয়া মোর ভেল শরভেল।"

ঠিক এই সময়ে তরলিকা অলক্ষিতরূপে মৃদু মৃদু কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই একেবারে বিভাবতীর পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া তাঁহার সুগোল ললাটে একটী গাঢ় চুম্বন করিলেন। পরে “জীয়া মোর ভেল শরভেল” এই অংশটুকু একবার, দুই বার, বহুবার গাই-লেন।

বিভাবতী অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে কহিলেন। “আমি—ও—গা—ন—টী নূত—ন শিখিয়াছি, তা—ই —

তরলিকা কহিলেন! ‘নূতন কি পুরাতন শিখিয়াছ, আমিত তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। ভাল—এটী যেন নূতন, শিখিয়াছ, চকের জলটুকুও কি নূতন শিখিয়াছ?’

বিভাবতী আপনার ফাঁদে আপনি পড়িলেন। দুই তিনবার বহুযত্নে কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল। “আ—আ—আ—মি—মি—মি” ভিন্ন আর কিছুই নির্গত হইল না।

তরলিকা কহিলেন, “অমন করিতেছ কেন?”

বিভাবতী এইবার বহুকষ্টে কহিলেন। “আ—মি—কি কাহারও—জন্য—কাঁদিতেছি?”

তরলিকা কহিলেন কাঁদিতেছ কি না তাহা যোগাদ্যা-দেবীই জানেন। কিন্তু আমি ত তোমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।’

বিভাবতী আর কোন কথা কহিলেন না। অবনত-

মুখে ক্রোড়স্থ একখানি পুস্তকের প্রতি চাহিয়া যেন পাঠ করিতেছেন, এইরূপ ভাবে রহিলেন। ইচ্ছা, পুস্তকপাঠ দেখিয়া তরলিকা কক্ষমধ্য হইতে বহির্গতা হন।

কিন্তু তরলিকা বহির্গমন না করিয়া পুস্তক খানি হস্তে লইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন। "আ মরণ! পুস্তক কি উল্‌টাদিকে পড়িতে হয়?"

বিভাবতী দুই তিনবার তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া অবশেষে নম্রমুখী হইয়া রহিলেন।

পাঠক! এইবার আমি বিভাবতীর রূপবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু বলিতে পারিনা তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হই। যাহা হউক একবার "বেয়ে ছেয়ে" দেখা আব-শ্যক।

"হেমা বটতলা-বিদ্যা-প্রদীপ-তৈল-প্রদায়িনি কুসর-স্বতি!" মাগোঃ গরিবের গলায় পদক্ষেপ কর মা! ইত্যাদি—ইত্যাদি—

পাঠক! বিভাবতী সুন্দরী। আমার ব্রাহ্মণীর ন্যায় সুন্দরী একথাও বলিতাম, কিন্তু বিধাতা আমার সে সাধে একটু বাদ্ সাধিয়াছেন। আমার ব্রাহ্মণী অকর্ণা, অর্থাৎ কর্ণ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কাণকাটা নহে। তাঁহার চক্ষুদুইটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এমন কি একটু দূর হইতে দেখিতে হইলেই প্রমাদ উপস্থিত। তখন সে দুইটী চক্ষু, কি সুন্দরীর কর্ণবিবর তাহা স্থির করা অত্যন্ত

দুরূহ। বোধ হয় বিধাতা তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সুন্দরীর চক্ষুস্থলেও দুইটী কর্ণবিবর গড়িয়া ফেলিয়াছেন। নাসিকাটী মন্দ নহে। তবে কি না দুই দিক কিছু উচ্চ হওয়াতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলেই কিছু কষ্ট হয়। তখন ডোঙা কিম্বা সালতী ভিন্ন পার হওয়া দুরূহ। পায়াও কিছু ভারি; হস্তাবচ্ছেদে তিনি কনকচম্পকবরণা। বক্ষস্থলের বর্ণও প্রায় সেই রূপ; কিন্তু পৃষ্ঠের রঙের কাছে আলকাতরাও হার মানে। সুতরাং পাছে বিভাবতী পাঠকের মনোহারিণী না হন এই ভয়ে আমার ব্রাহ্মণীর মত সুন্দরী বলিতে সাহসী হইলাম না।

বিভাবতীর কেশগুচ্ছ একটু একটু কুঞ্চিত, আগুল্ফলম্বিত এবং অমাবস্যা রজনীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ! তাঁহার অলকাবলী "অ্যাঁকা ব্যাঁকা" ফণিনীর ন্যায়। সে ফণিনী অবনতমুখে, তাঁহার হৃদয়সরসের কনক-কমল-কোরক দুটীকে ঘন ঘন চুম্বন করিতেছে। নয়নদ্বয় আকর্ণ-বিশ্রান্ত: তারকা দুটী "যুবজনমোহনবিদ্যা গোছের।" দৃষ্টি অত্যন্ত মধুর। কটাক্ষ অতি মৃদু, অতি শান্ত, এবং অতি পবিত্র; কিন্তু ভাবুক হইলে সেই কটাক্ষই অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া থাকে। ভ্রুযুগ আকুঞ্চিত, এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; দুইটী ভ্রু দুই কর্ণের মূল হইতে আসিয়া ললাটের ঠিক মধ্য স্থলে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে। কপালটী প্রায় তিন অঙ্গুলী বিস্তৃত। যদি কখন শুক-

পক্ষীর চঞ্চু তত্তটা বাঁকা না হইয়া সরল হয়, যদি কখন তত্তটা রক্তবর্ণ না হইয়া একটু গোলাপী গোছের দেখায়, তাহা হইলেই কতক পরিমাণে বিভাবতীর নাসিকার মত দেখাইতে পারে। বিভাবতীর ঠোঁট দুটি একটু একটু ফুলান এবং বাসন্তবায়ুবিকশিত নব গোলাপের মত গোলাপী। কিন্তু যেরূপ ফুলান হইলে শিশুগণের "ঠোঁট ফুলান" হয়, এ সেরূপ ফুলান নহে; যেরূপ হইলে সামাজিকের মনোহরণ করিতে পারে এ সেইরূপ ফুলান। তাঁহার কপোলদ্বয় সম্পূর্ণ, কুচদ্বয় সুগোল এবং সুঠাম। বিভাবতীর নিতম্বদেশ অতি নিবিড়, অতি নিটোল এবং অতি সুকোমল। সে নিতম্ব গমনকালে একটু একটু দুলিতে থাকে। হস্ত এবং পদদ্বয় উপরিভাগ হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া নিম্নে আসিয়াছে এবং পরিশেষে চম্পক কলিকা সদৃশ অঙ্গুলীতে পরিণত হইয়া শেষ হইয়াছে। বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ।

পাঠক মহাশয়! একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করুন; বিভাবতীর সৌন্দর্য্যরাশি একবার মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখুন। যে রূপরাশি পাষাণহৃদয় যোদ্ধৃপুরুষেরও হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছিল একবার তাহাকে মনে মনে হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন বিভাবতী সুন্দরী কি না। এবং কুমারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার সহিত পোতমধ্যে রোদন করিবেনই করিবেন।

বিভাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবনতবদনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন, অশ্রুধারায় পৃথিবী আর্দ্র হইতে লাগিল।

তরলিকা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি বিভাবতীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। বিরহ-বিধুরা তরুণী তনয়াকে জননী যেরূপ ক্রোড়ে লইয়া বসেন, সেই রূপ বসিলেন। বসিয়া বিভাবতীর চিবুক ধরিয়া তাঁহার মুখে একটি গাঢ় চুম্বন করিয়া কহিলেন "বিভে! স্থির হ, আমায় কাঁদাস কেন?"

বিভাবতী আর কথা কহিতে পারিলেন না। সজোরে তরলিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া নেত্রজলে তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। তরলিকা ওড়নার প্রান্ত-ভাগের দ্বারা বিভাবতীর অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন। "বিভে! তোর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে; রাত্রিতে কি নিদ্রা হয় নাই?"

বিভাবতী একটু হাসিলেন; সে হাঁসির অর্থ এই, যে নিদ্রা আসিবে কেন?

তরলিকা কহিলেন, "যাও, আমার মাথা খাও, খানিক ঘুমাওগে" তিনি এই কথা বলিয়াই গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন, এবং যাইবার সময় একটি

মধ্যম রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন “উঃ নব-অনুরাগের কি দারুণ যন্ত্রণা।”

বিভাবতী তাঁহার কথা না শুনিয়া পূর্ব্ববৎ বাতায়নে বসিয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মার্হাট্টাপর্টুগীজ।

"মহাপ্রলয়মারুতক্ষুভিতপুষ্করাবর্ত্তক—
প্রচণ্ডঘনগর্জ্জিতপ্রতিরবানুকারী মুহুঃ।
রবঃ শ্রবণভৈরবঃ স্থগিতরোদসীকন্দরঃ
কুতোঽদ্য সমরোদধেরয়মভূতপূর্ব্বপ্লবঃ॥"

সুখতুর একটি সামান্য দ্বীপ নহে। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে ইহা একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য মধ্যে গণ্য, এবং হিন্দুজাতীর অধীন ছিল। কিন্তু তখন যদিও আমরা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিতে পারিতাম না, তথাপি এই দ্বীপে অথবা বান্দায় যাইলে জাতিদেবী ততটা নিষ্ঠুরাচরণ না করিয়া, "চকু কাণ বুজে" আমাদিগের সহিত অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্যত্র কোথাও যাইতে হইলেই তাঁহার "মেজাজ গরম" হইয়া উঠিত। সুতরাং তখন ধরাধরি করিলেও, ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়িতেন, এবং ভারতবর্ষের পাগলাগারদরূপ কুক্ষিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণে প্রাণে প্রাণরক্ষা করিতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই সেই সুখতর দ্বীপ পোর্টুগীজদিগের

হস্তগত হয়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরও সমুদ্র গমন নিষেধ হইয়া যায়।

সুখতর দ্বীপ দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় বিংশতি ক্রোশ হইবে। ইহার চতুর্দ্দিক উর্দ্ধে প্রায় ত্রিশ হস্ত পরিমিত প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। একটি দুর্ভেদ্য সুদীর্ঘ দুর্গ ইহার অভ্যান্তরে প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। মারহাট্টা বংশ সম্ভূত খেলংজী তাহার অধীশ্বর ছিলেন। তিনি দুর্গ মধ্যস্থ যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। সে প্রাসাদটী অতি মনোরম। তাহার অন্তঃপুরের পশ্চাদ্ভাগে একটী প্রশস্ত উপবন ছিল। সেই উপবনের উত্তরাংশে বিভাবতীর ভবন।

দুর্গটী চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা নির্ম্মিত তিন প্রস্থ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরগুলি উর্দ্ধে প্রায় ত্রিশ হস্ত এবং বিস্তারে বিশ হস্ত পরিমিত হইবেক। দুইটী প্রাচীরের মধ্যভূমিতে একটী একটী গভীর খাত। সে খাতগুলি আবশ্যক মত সমুদ্রবারিতে পূর্ণ করা যাইত। সমুদায়ে দুর্গটীর বারটী সিংহদ্বার। প্রতিদ্বারের পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অপর দ্বারটী পর্য্যন্ত চারি হস্ত অন্তর এক একটী মুরচা। এইরূপে সমুদায়গুলি গণনা করিলে, সর্ব্বসমেত প্রায় নয় শত মুরচা হইবে। প্রতি মুরচার উপরিভাগে এক একটী বৃহদাকৃতি কামান প্রতিষ্ঠিত বহির্ভাগ হইতে শত্রুরা আক্রমণ করিলে এই সকল কামান দ্বারা হঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি সিংহদ্বার হইতে খাতের অপর তীর পর্য্যন্ত এক একটী

বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত সাঁকো। সে সাঁকোগুলি রাত্রিতে কলের দ্বারা উঠাইয়া সিংহদ্বার বন্ধ করা হইত। এইরূপে বহির্ভাগ হইতে দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে, ক্রমে ক্রমে তিনটী সিংহদ্বার পার হইয়া তবে দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে কতকগুলি চতুষ্কোণ তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রগুলি চতুর্দ্দিকে কামান রাজিতে সুশোভিত। সেগুলি ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি গোলার পাঁজা দেখা যায়। সে-গুলি অতিক্রম করিলেই সম্মুখে রাজভবন। তাহার চতুষ্পার্শ্বে সৈন্যাবাস।

তরলিকা গৃহমধ্য হইতে বহির্গতা হইলে বিভাবতী পূর্ব্ববৎ বাতায়নে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া একবার তথা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া পর্য্যঙ্কের নিকটে যাইয়া শয্যার নিম্ন হইতে একখানি পুস্তক লইলেন, পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বাতায়নে আসিয়া বসিলেন। পুস্তকখানি খুলিলেন দুই তিনবার পড়িবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পুস্তক ভাল লাগিল না। সুতরাং সেখানি রাখিয়া শয্যার নিম্ন হইতে একটী তুলিকা এবং একখণ্ড কাগজ লইয়া চিত্র করিতে বসিলেন।

কি চিত্রিত করিলেন?

যে রূপরাশি, কি শয়নে কি জাগরণে তাঁহার অন্তরে জাগরূক রহিয়াছিল, তাহাই চিত্রিত করিতে লাগিলেন। যে মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কন্দরে দাবানল জ্বালিয়া দিয়াছিল তাহাই চিত্রিত করিতে লাগিলেন।

পাঠক! এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে একবার মাত্র দেখিয়াই বিভাবতী কুমারের প্রতিমূর্ত্তি কিরূপে চিত্রিত করিলেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমি এই বলিব যে যিনি একবার মাত্র কাহারও সৌন্দর্য্যসমূদ্রে মগ্ন হইয়াছেন, একবার মাত্র দেখিয়াও যে রূপরাশি তাঁহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে, যে রূপরাশি দিবারাত্রি সমভাবে তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়া রহিয়াছে, যে রূপরাশি হৃদয়ে ধারণ করিতে না পাইলে সমুদায় পৃথিবী শূন্য বোধ হয় এবং জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র আপত্তি থাকে না সে রূপরাশি একবার মাত্র দেখিয়া চিত্রিত করা যায় কি না পাঠক তাহা স্বয়ংই বিবেচনা করিয়া দেখুন। আরও বলিতেছি, যে পাঠক যদি সামাজিক হয়েন এবং যদি কখন তাঁহার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার আর বুঝিবার কিছুমাত্র আপত্তি থাকিবে না।

বিভাবতী কুমারের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে লাগিলেন একটু চিত্রিত করিয়া যেমন ভাল করিয়া দেখিবেন, অমনি অশ্রু বারিতে সে টুকু ভিজিয়া গেল। বিভাবতী অঞ্চলের প্রান্তভাগ দ্বারা সেটুকু মুছিয়া দেখিলেন একটু একটু রঙ উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফেলিয়া আর একখানি কাগজ লইয়া পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন। একটু আঁকিতেই সে খানিরও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল সুতরাং সেখানিও ছিঁড়িয়া আর একখানি লইলেন। সে খানিরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল।

কহিলেন "কি আপদ! পোড়া চকের জল কি এতেও প্রতিবাদী?" এই কথা কহিয়া তিনি আর একখানি কাগজ লইয়া বসিলেন। এবার আর কাগজখানি ভিজিল না। তিনি গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত আঁকিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। দাসী আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। বিভাবতী পূর্ব্ববৎ আঁকিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইল। তরলিকা একজন পাচিকার সহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাচিকার হস্তে সুবর্ণ পাত্রে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী ছিল, সে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

তরলিকা দেখিলেন বিভাবতী কি আঁকিতেছেন। ক্রমে অলক্ষিতরূপে তাঁহার পশ্চাতে যাইয়া দেখিলেন।

কুমারের প্রতিমূর্ত্তি!!

তখন কিছু না বলিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া কহিলেন "বিভে! খাদ্য প্রস্তুত আহার কর।"

উত্তর নাই

বিভাবতী গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কুমারের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতেছেন; আর শুনিতে পাইবেন কেন?

তরলিকা আবার ডাকিলেন।

উত্তর নাই

পুনর্ব্বার ডাকিলেন।

এবারও সেইরূপ।

তরলিকা নিকটে যাইয়া গাত্রস্পর্শ করিলেন।

বিভাবতী চমকিতা হইয়া দেখিলেন সম্মুখে তরলিকা। তাড়াতাড়ি বস্ত্রমধ্যে প্রতিমূর্ত্তিটী লুকাইলেন।

তরলিকা জিজ্ঞাসা করিলেন "ওটী কি লুকাইতেছ?"

এই সময়ে বিভাবতীর বাতায়নের নিম্ন প্রদেশে উপবন মধ্যে একটী গাভী চরিতেছিল। বিভাবতী দৃষ্টি সেইদিকে পতিত হইল। অমনি বিভাবতী কহিলেন "আমি—এ—ক—টা—গরু—আঁকিতে—ছিলাম।

তরলিকা বলিলেন "দেখি গরুটী কেমন হইয়াছে?"

বিভাবতী কিছু অপ্রতিভ হইলেন।

তরলিকা তাঁহার হস্ত হইতে প্রতিমূর্ত্তিটী কাড়িয়া লইয়া কহিলেন। "বাঃ! এ যে বেশ গরু!! এমন গরু ত কখন দেখি নাই!"

বিভাবতী অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে কহিলেন "আমি—ও—টী—গ—গ—গ ক—ক—আঁকিতে - ছি—ছি—লাম—কি—ন্তু—মানুষের মত হইয়া গিয়াছে।"

তরলিকা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। একেবারে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

বিভাবতী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তরলিকা হাসিতে হাসিতে কহিলেন "তুমি যেমন গরু আঁকিয়াছ, আমিও তেমনি উহার পার্শ্বে একটী "গর্দ্ধভী" আঁকিয়া দিব।"

তিনি এই বলিয়া কুমারের প্রতিমূর্ত্তির বামপার্শ্বে বিভাবতীর প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া দিলেন।

বিভাবতী আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি তরলিকার হস্ত হইতে আপনার হস্ত ছাড়াইয়া বেগে পলায়ন করিলেন।

তরলিকাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

ক্ষণকাল পরে বিভাবতী নিজ কক্ষে প্রত্যাবৃত্তা হইয়া শয্যোপরি শয়ানা হইলেন।

রজনী গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। বায়ু ও অপেক্ষাকৃত প্রখর বেগে বহিতেছে। হস্তী যূথের বৃংহিত ধ্বনির ন্যায় ভয়াবহ সাগর জলরাশির গম্ভীর কল্লোল ধ্বনি মধ্যে মধ্যে শ্রুতি গোচর হইতেছে।

ঠিক এই সময়ে একজন যোদ্ধৃপুরুষ নিঃশব্দপদসঞ্চারে বিভাবতীর বাতায়নপার্শ্বস্থ উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পদদ্বয় পাদুকা রহিত। এবং মস্তক অনাবৃত। কিন্তু অঙ্গে অঙ্গত্রাণ এবং কটিদেশে পেন্টুলন ছিল। তাহার হস্তে একটী ক্ষুদ্র বংশী। সে ব্যক্তি একবার উপবনে এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া সেই বংশীটী বাজাইল। তৎক্ষণাৎ অপর দশ জন যোদ্ধৃ পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের হস্তে এক এক গোছা বড় বড় পেরেক এবং এক একটা হাতুড়ি।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কহিল এ স্থানটী অতি নির্জ্জন দেখি-

তেছি, অতএব তোমরা এই দিক হইতেই ছাদে উঠিবার চেষ্টা কর। অমনি অপর দশ জনে প্রাসাদ ভিত্তিতে পেরেক বসাইতে আরম্ভ করিল, প্রথমে একটী বসাইল পরে সেটীতে উঠিয়া আর একটী বসাইল, সেটীতেও উঠিল, অপর একটী বসাইল, ক্রমে সেটীতেও উঠিল। এইরূপে দশজনেই প্রায় ছাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে এমত সময়ে একজন অন্তঃপুর-রক্ষক প্রহরী সেই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই উপর হইতে অস্ত্র চালাইয়া তাহাদিগের ঊর্দ্ধগতি অবরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু একেবারে দশজনকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। প্রহরী যেমত একদিক রক্ষা করিবে অমনি অপরদিক হইতে একজন ছাদে উঠিয়া পড়িল। প্রহরী নক্ষত্র বেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইয়া তাহার কক্ষঃস্থলে একটী সুতীক্ষ্ণ বল্লম আমূল বসাইয়া দিল। সে ব্যক্তিও কটিদেশস্থ কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই অবসরে প্রহরী এক অস্ত্রাঘাতে তাহাকে একেবারে দুইখণ্ড করিয়া ফেলিল। বাতাহত কদলীর ন্যায় সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ছাদ পৃষ্ঠে পতিত হইল।

অমনি আর এক ব্যক্তি ছাদে উঠিল। প্রহরী তাহার প্রতিও অস্ত্র চালনা করিল। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে অপর আট ব্যক্তি উঠিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রহরী প্রাণপণে তাহাদিগের প্রতি অস্ত্র চালাইতে

লাগিল, প্রাণপণে তাহাদিগের সহিত যুঝিতে লাগিল; কিন্তু কতক্ষণ যুঝিবে? তাহারা একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রহরীর সর্ব্ব শরীর একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। প্রহরী আরও দুইজনকে বিনাশ করিল কিন্তু পরক্ষণেই অপর এক ব্যক্তি সেই স্থান দিয়া ছাদে উঠিল এবং এক অস্ত্রাঘাতে তরবারির সহিত প্রহরীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল। প্রহরীও তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ছাদপৃষ্ঠে পতিত হইল।

আক্রমণকারীরা একেবারে হল্লা করিয়া উঠিল। যে ব্যক্তি প্রহরীর হস্ত কাটিয়া ফেলিল সেই ব্যক্তিই প্রথমে উপবনে বংশী দ্বারা সংকেত করিয়াছিল। এক্ষণেও সে পুনর্ব্বার সেইরূপ করিল। তৎক্ষণাৎ অপর প্রায় দুই শত অস্ত্রধারী পুরুষ সেই স্থান দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বিজেতা যোদ্ধারা সোপানমার্গ দ্বারা ক্রমে পুরমধ্যে অবরোহণ করিল।

প্রহরী এতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিল। এক্ষণে সেও ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পুর মধ্যে নামিল। নামিয়াই সম্মুখে তরলিকাকে দেখিতে পাইল।

তরলিকা প্রহরীর এইরূপ অবস্থা দর্শনে একেবারে চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন "একি রায়জী! তোমার এরূপ অবস্থা কিসে হইল?"

রায়জী কহিল। "মা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অন্তঃপুরে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে।"

তরলিকা একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। মুখ হইতে আর বাক্য নির্গত হইল না। তিনি দুই তিন মূহূর্ত্ত কাল অবাক হইয়া রহিলেন। পরে অনেক কষ্টে কহিলেন, "সে কি রায়জী! এ সর্ব্বনাশ কিরূপে হইল?"

রায়জী আর কথা কহিতে পারিল না। একে অনর্গল রক্তস্রাব তাহাতে আবার ছাদ হইতে নিম্নে আসিতে অনেক পরিশ্রম হইয়াছিল, সুতরাং প্রহরী একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল; তাহার চক্ষু ঘুরিতে লাগিল; মুখ বিকটাকার ধারণ করিল; হস্ত পদাদি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। প্রহরী বহুকষ্টে দুই তিন বার মুখ ব্যাদান করিল।

তরলিকা বুঝিলেন, যে তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত। তিনি তাড়াতাড়ি একটা পাত্রে করিয়া একটু জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন, কিন্তু জলটুকু মুখ হইতে পড়িয়া গেল।

তরলিকা বুঝিলেন যে, প্রহরীর প্রাণ বায়ু তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিল।

"বিভাবতীর কি হইবে" এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কক্ষের প্রতি ধাবিতা হইলেন। "বিভাবতী এতক্ষণ কি করিতেছে, হয়ত সে এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই।" এইরূপ চিন্তা তাঁহার মানস পটে বারম্বার প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। প্রায় বিভাবতীর

কক্ষদ্বারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছেন, এই সময়ে একদল পোর্টুগীজ সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি আরও দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিলেন।

একদল অন্তঃপুর রক্ষক প্রহরী হঠাৎ তরলিকার পার্শ্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?”

তাহারা উত্তর করিল “আমরা এতক্ষণ কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই, এই মাত্র ভীষণ কলরব শুনিয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া এই দিকে আসিতেছি।”

তরলিকা কহিলেন, “আর সকলে কোথায় ?”

“প্রাঙ্গনে নিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।”

“তোমরা ছাদের উপরে গমন কর। এবং তথা হইতে ভেরী বাজাইয়া বহিঃস্থ সৈন্যদিগকে বহির্ভাগ হইতে আক্রমণ করিতে সঙ্কেত কর।”

উত্তর। “আজ্ঞা শিরোধার্য্য।”

তরলিকা কহিলেন, “শিবসুন্দরী তোমাদিগের মঙ্গল করুন।”

“আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।”

তরলিকা পুনর্ব্বার কহিলেন, একখানি খড়্গ এবং একখানি চর্ম্ম আমাকে দিয়া তোমরা প্রস্থান কর ; যাও আর বিলম্ব করিও না।

একজন প্রহরী তরলিকার আদেশ মত তাঁহাকে একখানি অসি এবং একখানি চর্ম্ম দিয়া উপরে প্রস্থান করিল।

তরলিকাও দ্রুতবেগে বিভাবতীর কক্ষে উপস্থিত হই-লেন। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে সাবধানে বিভাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

কি দেখিলেন?

দেখিলেন, বিভাবতী এখনও পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়াছেন; মনে মনে একটু হাঁসিলেন।

এ বিপদের সময় হাঁসিলেন কেন?

ইহার প্রকৃত উত্তর এই, যে ভাবুকের মন সকল সময়ে অবিচলিত থাকে।

তরলিকা স্থানুবৎ বিভাবতীর ভাবভঙ্গী দেখিতে লাগি-লেন। মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিলেন। বিভাবতীর গাঢ় অনুরাগের বিষয় মনে মনে কত আন্দোলন করিলেন। কি উপায়ে তাঁহাকে এই বিপদ সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

পরিশেষে কহিলেন এ সময়ে এই দুঃসংবাদ দিয়া এর সরল মনে কি বলিয়া ব্যথা দি। আবার কি ভাবিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন উঃ নব প্রণয়ের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। দেখিতেছি নব প্রণয় ইহাকে বধির করিয়াছে। নতুবা এই ভয়ঙ্কর শত্রু কোলাহল ইহার কর্ণে প্রবেশ করিল না কেন?

আবার কি ভাবিয়া ক্ষণকাল স্থির হইলেন।

পরে আবার কহিলেন, আমি প্রায় এক প্রহর এই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, এতক্ষণেও বিভাবতী আমাকে দেখিতে পাইল না; সুতরাং অন্ধান্তরই বা আর কি বাকী আছে।

এই সময়ে শত্রু কোলাহল ক্রমে অধিকতর নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

তরলিকা আর তথায় দাঁড়াইলেন না। তিনি পার্শ্বে অপর একটী কক্ষ হইতে একখানি ড়খ্‌গ এবং একখানি চা আনিয়া একেবারে বিভাবতীর নিকটে যাইয়া কহিলেন "বিভে! এই লও, লইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হও, পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে।"

বিভাবতী কহিলেন, "সে কি"

তরলিকা কহিলেন, আর স্থির থাকিবার অবকাশ নাই আইস সমর সজ্জা করি।

বিভাবতী পর্য্যঙ্ক হইতে নিম্নে অবরোহণ করিলেন।

তরলিকা পার্শ্বস্থ কক্ষে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া দুই লৌহময় অঙ্গত্রাণ লইয়া আসিলেন। একটী বিভাবতী সুললিত অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। পরাইবার সময় তাঁহা মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল কে বলিবে?

তিনি গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত পরাইতে লাগিলেন এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুজল সহসা বিভাবতীর পৃষ্ঠ দেশে পতি হইল; অমনি বিভাবতী চকিত হইয়া কহিয়া উঠিলে "তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"কেন ; শুনিবে ? শুন"

বিভাবতী এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন তরলিকা কহিলেন "পাছে তোমা দ্বারা উজ্জ্বল মহারাষ্ট্রকুল কলঙ্কিত হয় এই ভয়ে—"

বিভাবতী আর তাঁহাকে বলিতে না দিয়া করস্থ অসি দেখাইয়া কহিলেন, "জান লৌহ তরবারি মহারাষ্ট্রীয়া রমণী দিগের পরম বন্ধু।"

তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

তরলিকা দেখিয়া মনে মনে একটু হাঁসিলেন। মনে মনে সন্তোষ সাগরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। অবশেষে বিভাবতীর রক্ষার্থে নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে স্থির করিলেন।

বিভাবতী এতক্ষন অধোমুখে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া যাহা করিবেন তাহাই স্থির করিলেন।

তরলিকা কহিলেন, "কি ভাবিতেছ ?" বিভাবতী তরলিকার প্রতি চাহিলেন। তাঁহার সুগোল কপোলদ্বয় নিবিড় অশ্রুধারাতে প্লাবিত হইয়া গেল। তরলিকা ও তাঁহার প্রতি চাহিয়া অশ্রুবর্ষ করিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরিমিত কাল এইরূপে গত হইল। পরিশেষে বিভাবতী সহসা কহিয়া উঠিলেন "তরলিকে! হয়

আজি শক্রু শোণিতে স্নান নতুবা এই প্রিয় তরবারিকে নিজ শোণিতে প্লাবিত করিব।”

তরলিকা বিভাবতীর গণ্ডদেশে একটী গাঢ় চুম্বন করিলেন।

বিভাবতীও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আইস আমরা উভয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হই।”

তাঁহারা এই কহিয়া দ্বারোদঘাটন করিয়া উভয়ে শক্রু মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিজয় সিংহ।

"চলিলেন রঘুকুলচূড়ামণি
উদ্ধারিতে সীতা দেবী জগতজননী।"

পাঠক! আপনি কি যুদ্ধ দেখিতে ভালবাসেন?

কি বলিতেছেন?

"ভালবাসি বটে, কিন্তু——"

আবার "কিন্তু" করেন কেন?

নিকটে যাইতে সাহস করিতে পারেন না তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলুন। আপনি মনে করিবেন না যে আমি আপনকার মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই। "কিন্তু কিন্তু" করিয়া আর কতক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবেন। যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়ে অভাগা বাঙ্গালীদের মনের ভাব অনুমান করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে।

"ধরি মাছ না ছুঁই পানি!" একথাটী সুচতুর বাঙ্গালীরা বিলক্ষণ বুঝে। পরে উপার্জ্জন করিবে আমরা আহার করিব এই কথাটীও মন্দ বুঝে না; চোর ডাকাইত রাজা তাড়াইবেন; শক্রুরা আক্রমণ করিলে রাজা মাথা দিবেন। আমরা তখন "পাতকূয়া পগার এবং প্রিয়তম নয়াজুলির" শরণ লইব। এইরূপ করিয়াই আমরা দুর্ভাগা বঙ্গভূমিকে

উচ্ছন্ন দিতে বসিয়াছি। অমুক গ্রামে স্কুল নাই, রাজার নিকট আবেদন। অমুকের পুত্রবধূ তাহার স্বামীকে ভালবাসেন না, রাজার নিকট আবেদন। সকল কর্ম্মে রাজা রাজা করিয়াই আমরা উচ্ছন্ন যাইতেছি।

পাঠক! একবার নয়ন উন্মীলিত করুন; একবার অভাগা বঙ্গভূমির দুর্দ্দশা স্বচক্ষে অবলোকন করুন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন আমরা উচ্ছন্ন যাইতেছি কি না!!

পাঠক! আপনি কি যুদ্ধ দেখিতে পারিবেন?

"পারিব কিন্তু নিকটে যাইয়া নহে" এ কিরূপ উত্তর হইল?

"পাঠক! ভাত খাইবেন?"

তাহার উত্তর "হাত ধুইব কোথা?"

কৈ? তখন ত একবার ভুলিয়াও বলেন না যে "খাইব না।"

বীরজাতিমাত্রেই যে আমাদিগকে এত ঘৃণা করিয়া থাকেন তাহার কারণই এই। এক সময়ে একজন একটী বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করিল যে বাঙ্গালীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্র কোন্‌টী? উত্তর "ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন!"

পাঠক! ইহা অপেক্ষা মস্তকে বজ্রাঘাত কি বাঙ্গালীদিগের পক্ষে উত্তম অস্ত্র নহে?

মনে করুন আপনাতে আমাতে বিদেশে যাইতেছি। পথি মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলাম। হয়ত দুইজনে

প্রাণপনে চেষ্টা করিলে রক্ষা হইত কিন্তু কোন সুযোগে আপনি সে স্থান হইতে অন্তর্ধান হইলেন। আমি বিঘোরে মারা যাইলাম।

এরূপ করা অপেক্ষা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করা কি উচিত নহে?

মরি ত দুজনেই মরিব এরূপ কথা কি দুর্ভাগা বাঙ্গালীদের মুখ হইতে নির্গত হইবে না?

কি বলিতেছেন পাঠক?

"এত লাঞ্ছনা কেন" ইহাই বলিতেছেন?

আপনি বলিতে পারেন, কেননা আপনি সেই অভাগা ভারতসন্তান।

মনে করিবেন না যে আমি আপনি অন্যায় বলিতেছি।

সাধে সাধে কে কাহাকে বলিতে ইচ্ছা করে?

দস্যুতে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে, তাহা সহ্য করিবেন না। অপরে বঙ্গমহিলার সতীত্বরত্ন অপহরণ করিবে, তখন কোন কথা কহিবেন না। কেমন পাঠক সত্য কি না? কই আর যে কথা সরিতেছে না? চিতোরেশ্বরী পদ্মিনীকে কি যবনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন? আর সেই যে বালা বিভাবতী সমর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন। কই তাঁহাকেও কি রক্ষা করিতে যাইতেছেন? আপনি যান আর নাই যান কিন্তু আমাকে যাইতেই হইবে। কারণ বিভাবতী আমার বড় যত্নের ধন। আমি কখনই তাহাকে শত্রু কর-

কবলিত দেখিতে পারিব না। কি বলিতেছেন পাঠক! আপনিও আমার সঙ্গে যাইবেন? আপনিও বিভাবতীকে ভালবাসেন?

আসুন পাঠক! আপনাকে আলিঙ্গন করি, আপনার মন যেন সর্ব্বদাই এইরূপ সৎকর্ম্মে নিয়ত থাকে। যোগাদ্যাদেবী আপনার মঙ্গল করুন।

যে সময়ে বিভাবতী তরলিকার সহিত শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিলেন সেই সময়ে কতকগুলি অর্ণবপোত সুখতর দ্বীপের ঠিক পূর্ব্ব প্রান্তে আসিয়া লাগিল।

নাবিকেরা সকল পোতগুলি হইতেই ক্রমে ক্রমে পাইল সকল নামাইয়া দিলেন। পরে সর্ব্বাগ্র পোতখানি হইতে একজন কহিলেন,

"সময় আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই শীঘ্র একখানি দীর্ঘ তরি জলে ভাসাইয়া দিতে আদেশ কর।"

সমরসিংহের আদেশ মত তৎক্ষণাৎ একখানি পোত নিম্নে নামান হইল।

সমরসিংহ কহিলেন।

"চল বিজয়! তীরে যাই"

এইরূপ কথোপকথনের পরে তাঁহারা উভয়েই পোত মধ্যস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে উভয়েই সুসজ্জীভূতা হইয়া পোত হইতে দীর্ঘ তরিতে অবরোহন করিলেন। তরিখানিও ক্রমে ক্রমে পোত হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দীর্ঘতরিখানি তীরে আসিয়া লাগিল।

সমরসিংহ প্রথমে তীরে উঠিলেন। একবার এদিক ওদিক দেখিয়া আসিলেন। আসিয়া কহিলেন,

"বিজয়! স্থানটী অতি মনোহর দেখিতেছি। আইস তুমিও একবার দেখিবে" কুমারও তৎক্ষণাৎ নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন। পরস্পর পরস্পরের কর ধারণ করিয়া কিয়দ্দূর যাইয়াই পুনর্ব্বার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

নৌকাখানি তখন পর্য্যন্তও সেই স্থানেই ছিল। সমরসিংহ নৌকায় আরোহণ করিয়া কর্ণধারের কর্ণে কর্ণে কি বলিলেন। সে নৌকাখানি ছাড়িয়া দিল।

তাঁহারাও উত্তরে দ্বীপ দর্শনে গমন করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নৌকার কর্ণধার পোতগুলির নিকটে যাইয়া মৃদুরবে একটী বংশীধ্বনি করিল।

অমনি কুমারের পোত হইতে একজন বহির্গত হইয়া পোতের ছাদের উপর দাঁড়াইলেন। কর্ণধার কহিল "কুমারের অনুমতি সৈন্যদিগকে তীরে অবরোহণ করান হয়"। পোতস্থ ব্যক্তি কহিল "আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া সে একটী ভেরী লইয়া বাজাইল। অমনি তৎক্ষণাৎ সমুদয় পোত হইতে তিন চারিখানি করিয়া দীর্ঘ তরি সমুদ্রে নামিল।

পরে প্রত্যেক তরিগুলি সৈন্য লইয়া তীরে আসিতে লাগিল। একবার সৈন্যদিগকে তীরে নামাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার পোতের নিকটে গমন করিল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সৈন্যের অবরোহণ হইলে তাহাদিগের অধিপতি সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে লাগিলেন দীর্ঘতরি গুলি তখন পর্য্যন্তও পোতসমীপে যাতায়াত করিতেছিল। নাবিকেরা ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য তীরে নামাইয়া দিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দ্রব্যাদি নামান হইলে বাহকেরা ক্রমে ক্রমে সে গুলি উপরে উঠাইল।

দূর হইতে একটী ভেরী বাজিল। অমনি সৈন্যেরা সকলে বস্ত্রাবাস গুলিকে দণ্ডায়মান করিতে লাগিল।

যে স্থলে বস্ত্রাবাসগুলি সাজান হইল সে স্থানটী সেটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। ঠিক সম্মুখে দুইটী বৃহৎ বস্ত্রাবাস; একটী লোহিত এবং অপরটী পীত বর্ণের। লোহিতটীর উপরিভাগে একখানি পীতবর্ণের বৃহৎ পতাকা। পতাকাখানির মধ্যস্থলে একটী হরিদ্বর্ণ কূর্ম্মচিত্রিত করা ছিল। অপরটি মৎস্যধ্বজ। কূর্ম্মধ্বজটী কুমারের এবং অপরটী সমরসিংহের। সে দুটীর বামপার্শ্বে অপর চারিটী বস্ত্রাবাস। এ গুলির বর্ণ নীল। দক্ষিণ পার্শ্বেও ঠিক সেইরূপ নীলবর্ণের অপর চারিটী তাঁবু। সমুদায় গুলিই নানাবিধ অস্ত্রে বিভূষিত। এগুলি প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের আবাসের নিমিত্ত স্থিরীকৃত হইল।

এগুলির পশ্চাদ্ভাগে প্রায় একশতটী শ্বেতবর্ণের তাঁবু অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে সজ্জিত হইল। সে শ্রেণীটীর কোটীদ্বয় কুমারের বস্ত্রাবাস ছাড়াইয়া বাম এবং দক্ষিণদিকে প্রায় চারি পাঁচ শত হস্ত বিস্তৃত।

তাহার পশ্চাদ্ভাগে আর একটী শ্রেণী। সেটীও কোটীদ্বয় পূর্ব্বটীর কোটীদ্বয় ছাড়াইয়া অনেক দূর বিস্তৃত। সেটীর পশ্চাতে আর একটী শ্রেণী, সেটীও পূর্ব্বের মত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চবিংশতিটী শ্রেণী। সমুদায় গুলির পশ্চাতে একটী কামানের শ্রেণী। তাহারই পরে ভীষণ সমুদ্র।

সম্মুখভাগেও সেইরূপ কামানের রাজি। কিন্তু সে রাজি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

এইরূপে ব্যূহরচনা হইলে সেনাপতি শূরেন্দ্ররায় ভেরীটী পুনর্ব্বার বাজাইলেন।

তৎক্ষণাৎ সৈন্যেরা সুসজ্জীভূত হইয়া সম্মুখ ভূমিতে দাঁড়াইল তিনি পুনর্ব্বার বাজাইলেন। সৈন্যেরা দুইভাগে বিভক্ত হইল। একটী ভাগ বামে এবং অপরটী দক্ষিণে দাঁড়াইল।

শূরেন্দ্ররায় আবার বংশীধ্বনি করিলেন।

অমনি প্রায় দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিদিগের মধ্য দিয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়া যাইল। তাহাদিগের অস্ত্রের শব্দ; অশ্বদিগের হেষারব ও তাহাদিগের পদশব্দ সমুদায় মিলিয়া একটী ভয়ঙ্কর কোলাহল হইয়া উঠিল।

পুনর্ব্বার ভেরীর আওয়াজ হইল।

এইবার বৃহদাকৃতি প্রায় পাঁচশত হস্তী ক্রমে ক্রমে ব্যূহ মধ্য হইতে বহির্গত হইল। তাহাদিগের পৃষ্ঠে এক এক খানি বৃহৎ হাওদা। মস্তকে একটী যমদূতের ন্যায় মাহুত। মস্তকটী সিন্দুরে রঞ্জিত। এবং সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্ম আচ্ছাদিত। হস্তীগুলি দুলিতে দুলিতে পদাতি সৈন্য ছাড়াইয়া গিয়া দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। ক্ষণকালপরে অশ্বারোহী সৈন্যেরা ফিরিয়া আসিল।

সেনাপতি শূরেন্দ্র রায়ের সঙ্কেত মত তাহারাও দুইপার্শ্বে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই কুমার এবং সমর সিংহ উভয়ে উপস্থিত হইলেন।

শূরেন্দ্র রায় তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলেন তাঁহারাও উভয়ে প্রতি নমস্কার করি:লেন।

সমরসিংহ কহিলেন "সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে কি?"

"দাসের যতদূর সাধ্য হইয়াছে।"

"তবে আর অপেক্ষা কি?"

শূরেন্দ্র রায় একজন সেনানীকে আদেশ করিলেন। সে তিনটী সুসজ্জীতভুত অশ্ব লইয়া আসিল। তাঁহারা তিনজনে তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ব্যূহ পর্য্যবেক্ষণ গমন করিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহারা তিনজনে ফিরিয়া আসিলেন।

আসিয়া কুমারের তাম্বুর সম্মুখভাগে একটী উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন।

সৈন্যেরা নিজ নিজ কৌশল প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল।

প্রথমে অশ্বারোহীরা কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পরে হস্তী সৈন্য। তৎপরে পদাতিকেরা দেখাইয়া প্রস্থান করিল।

কুমার কহিলেন "আর প্রয়োজন নাই।"

সকলের বিশ্রামের আদেশ হইল।

সৈন্যেরা ক্রমে ক্রমে আপন আপন তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

কুমার এবং সমরসিংহ পরস্পর পরস্পরের কর ধারণ পূর্ব্বক কূর্ম্মচিহ্নিত বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কুমার কহিলেন "সমর, আমি মনে মনে একটী সংকল্প করিয়াছি। ইচ্ছা সেইটী সিদ্ধ করি, তোমার এতে অভিমত কি ?"

"সেটী কি তাহা না জানিলে আমি তাহাতে মতামত প্রকাশ করিতে পারি না।'

"সেটী এই যে আমি ছদ্মবেশে এই রজনীতে বিভাবতীর ভবন দেখিয়া আসি ?"

"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু পাছে একাকী যাইলে তোমার কোন বিপদ ঘটে এই জন্য আমিও তোমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি।"

কুমার কহিলেন “তাহার প্রয়োজন নাই। কারণ তাহা হইলে এদিকে বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা।„

সমর আর উত্তর করিলেন না।

কুমার কহিলেন “উত্তর করিতেছ না যে?”

সমরসিংহ কহিলেন “উত্তর আর কি করিব। কিন্তু পাছে আমাকে আবার অন্বেষণে বহির্গত হইতে হয় তাহাই ভাবিতেছি।”

“অন্বেষণ নাই করিলে?”

“পাছে তোমার বিপদ ঘটে, এইজন্য অন্বেষণ করিতেই হইবে?”

“বিপদ ঘটিলেই বা ক্ষতি কি?”

“কতদূর ক্ষতি তাহা তুমি কি জান না?”

কুমার একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ এই যে বিভাবতীকে না পাইলে আমি স্বয়ংই বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপ দিব।

সমর বুঝিলেন যে ইহাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

কহিলেন “যাও।”

কুমারও অভিমত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সমর তরঙ্গে।

"কে নাচিছে রণমাঝে অপূর্ব্ব সুন্দরী রে অপূর্ব্ব সুন্দরী
পরা রক্তমাখা বাস, করে শোভে চন্দ্রহাস
থাকি থাকি হুঙ্কারিছে বাজাইয়া ভেরী রে
বাজাইয়া ভেরী !"

যে সময়ে বিভাবতী মনোমত লৌহবর্ম্মে সুকোমল দেহ আচ্ছাদিত করিয়া তরলিকার সহিত সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন সেই সময় বিজয়সিংহ ও "মোহনীয়া" ছদ্মবেশে বিভূষিত হইয়া তাঁহার ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তরলিকা কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াই একেবারে পোর্টুগীজ দস্যুদিগের মধ্যস্থলে গিয়া পড়িলেন। বিভাবতীও বীরদর্পে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

তরলিকা অস্ত্রগৃহ হইতে যে দুইটী অঙ্গত্রাণ লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটী স্বকরে বিভাবতীকে পরাইয়া দেন, অপরটী স্বয়ং পরেন। পরে উভয়েই মস্তকে একটী একটী শিরস্ত্রাণ পরিয়া সুকোমল চর্ম্মপাদুকায় পাদাব-

রণ করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই অঙ্গে ওড়না শোভা পাইতেছিল। যে বেণী পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়া ফণিনীর অঙ্গভঙ্গীকে চিরকাল উপহাস করিত আজ সেই বেণী আলুলায়িত; কেশপাশ মুক্ত, এবং অলকদাম স্বস্থানচ্যুত হইয়াছিল। উভয়েরই কটিদেশ দৃঢ়বদ্ধ এবং উভয়েরই "পিন্ধনবাস" পৃথক্ভাবে পিহিত। দুইখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি বিভাবতীর দুইহস্তে শোভা পাইতেছিল। তরলিকা একহস্তে একখানি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ এবং অপর হস্তে একটী চন্দ্রহাস লইয়াছিলেন।

পাঠক! বলিতে পারি না আপনি তাঁহাদিগের তাৎকালিক সেই মনোহর বেশভূষা দেখিলে "অবাক্" হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন কি না? বীরবেশ যদি আপনার মনোমত হয়, যদি আপনার নয়নদ্বয় বীরবেশ দেখিতে কিছুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলেই ত আমার রক্ষা, নতুবা আমার অদৃষ্ট অতি অপ্রসন্ন বলিতে হইবেক। কারণ আপনার অপ্রিয় হইয়া পড়িলাম।

পাঠকের অপ্রিয় হওয়া গ্রন্থকারের পক্ষে কতদূর অসুবিধা তাহাত আপনি জানেন। সেইজনাই বলিতেছি যে আপনার মনোমত না হইলেই আমি মারা যাইব।

পাঠক! গ্রন্থকার হইতে ইচ্ছা হয় কি? আপনি বলিতে পারেন যে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন। আমার জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে গ্রন্থকার হইলে লোকের

মন যোগান কিরূপ ক্লেশকর সেইটী আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি।

এক্ষণে চতুর্দ্দিকে গ্রন্থকার এবং সম্পাদকের ছড়াছড়ি। যেদিকে যান, সেইদিকেই দেখিতে পাইবেন কত শত গ্রন্থকার এবং সম্পাদক লোকের পদতলে দলিত হইতেছে।

" অ্যাঙ যায় ব্যাঙ যায় খল্‌সে বলেন আমিও যাই " এ কথাটী বাঙ্গালীরা বিলক্ষণ বুঝেন। তাহাতেই অনেকে তাড়াতাড়ী "পুঁথী" লিখিতে জান। "পুথী" লেখা হইল। মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইল। মুদ্রিত হইল। কোন গোলযোগ নাই। কিন্তু প্রকাশ হইতেই ধরাধরি। কোন মহাত্মাকে "গালি" দেওয়া হইয়াছে — তিনি "ইনডাইট" করিলেন। কোন ব্যক্তিকে উপহাস করা হইয়াছে—তিনি সুবিধামত "উত্তম মধ্যম" দিলেন এইরূপেই গ্রন্থকারেরা প্রায় মারা যান। কিন্তু দিন এইরূপে যাইতেই শেষে পৃষ্ঠে "কড়া পড়িল।" গ্রন্থকারও "ধর্ম্মের ষাঁড়" হইয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিলেন. কিন্তু লোকের প্রিয় হইতেছেন কি অপ্রিয় হইতেছেন তাহা ভাবিয়াও দেখেন না।

পাঠক! তাহাতেই বলিতেছি যে গ্রন্থকার হইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। কেন মিছামিছি পৃষ্ঠে কড়া পড়াইবেন?

আপনি মনে করিবেন না যে আমি অন্যায় বলিতেছি। কারণ এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা এইরূপই হইয়া পড়িয়াছেন

তাঁহারা মনে করেন যে লোককে "গালি" দিতে পারিলেই আমি বড় গ্রন্থকার হইব। দশজনে গ্রন্থকার বলিয়া মান্য করিবে। হয়ত, আবার (যদি, কপাল খুলিয়া যায়) তাহা হইলে অপর দুটী হস্ত বাহির হইয়া চতুর্ভুজ হইয়া পড়িব। পাঠক! তাহাতেই বলিতেছি যে এ সুখের আশা ছাড়িয়া দিউন। কিন্তু মনে করিবেন না যে আমি আপনাকে গ্রন্থ লেখার প্রয়াস পর্য্যন্ত একেবারে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি।

গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করুন: যাহাতে দেশের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে এরূপ গ্রন্থ লিখুন। কিন্তু পাঠক! আমার অনুরোধ রাখুন "পুঁথী" লেখা হইতে নিবৃত্ত হউন।

বিভাবতী তরলিকার সহিত শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা "হল্লা" করিয়া উঠিল।

বিভাবতীর বক্ষস্থল একবার কাঁপিয়া উঠিল।

তাঁহার নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

কেন নির্গত হইল কে বলিবে? তাঁহাকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল বলিয়াই কি সহসা অশ্রু নির্গত হইল? না তাহা নহে। এমন বিপদের সময় কেবল একমাত্র মনোরমা তাঁহার সঙ্গিনী বলিয়াই কি এরূপ ঘটিল? না তাহাও নহে। মনোরমা তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন

দিতে বসিয়াছেন বলিয়াই কি তিনি কাঁদিলেন? না ইহাও বোধ হয় না। তবে কি জন্য এরূপ হইল।

কে বলিতে পারে।

বিজয়সিংহের মুখচন্দ্র কি মনে পড়িয়াছে? যোগাদ্যা দেবীর মন্দিরে তরলিকার সহিত তাঁহার কথা বার্ত্তা কি মনে পড়িয়াছে? তিনি যে তরলিকাকে বলিয়াছিলেন "যোদ্ধ্-পুরুষের হৃদয় পাষাণস্বরূপ, আজ সেই পাষাণে তোমার সখীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইল, পাষাণ ভঙ্গ না হইলে আর তাহা যাইবে না" ইহাই কি মনে পড়িয়া তিনি কাঁদিলেন? হইতেও পারে।

শত্রুরা "হল্লা" করিয়া উঠিবামাত্র বিভাবতী নিজ করস্থ অসি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। পরে অবিশ্রান্ত অসি চালাইতে চালাইতে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

শত্রু মধ্য হইতে একজন অপর একজনকে কহিল "ভাই? এ দুটী স্ত্রীলোককে প্রাণে মারিস না। ইহারা দেখিতে বড় ভাল। ভালয় ভালয় ধরিতে পারিলে অনেক কাজ হইতে পারিবে"।

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "আমিও তাহাই মনে করিয়াছি"। এই বলিয়া সে বিভাবতীর প্রতি কর প্রসারণ করিল। বিভাবতী ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তাঁহার দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হইল।

"পাষণ্ড! নরাধম! আমাকে ধরিবে?" এই পর্য্যন্ত

বলিয়াই তিনি তাহার প্রতি ধাবমানা হইলেন। সেও প্রাণে প্রাণে প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল। বিভাবতী এক আঘাতে হস্তের সহিত তাহার শরীর দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

অমনি বিভাবতী দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি ধাবমানা হইলেন। সেও একটী তীক্ষ্ণ বল্লম লইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল। বল্লম এরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল যে সেটী বিদ্ধ করিতে পারিলে বিভাবতীকে একেবারে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তরলিকা সেটী দেখিতে পাইলেন।

দেখিলেন যে বিভাবতীর সমূহ বিপদ উপস্থিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী চীৎকারের সহিত সেটী দ্বিখণ্ড করিলেন।

পরক্ষণেই সে ব্যক্তি নিজকরস্থ তরবারি চালাইতে আরম্ভ করিল। তরলিকাও চর্ম্মের দ্বারা তাহার অসিরোধ করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে বিভাবতী চন্দ্রহাস দ্বারা সেই হতভাগ্যের পদদ্বয় ছেদন করিলেন। সেও বিকটাকার ধ্বনি করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল।

তরলিকা কহিলেন "বিভে! রক্ষা কর; তুমি ফিরিয়া আপন কক্ষে গমন কর। সে স্থানে এখনও শত্রু প্রবেশ করে নাই। তুমি নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে। আমি সেই অবকাশে শত্রু নিপাতনের চেষ্টা করিতে পারিব। নতুবা

তোমার এরূপ বিপদ ঘটিলে আমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। তোমার শরীরে সূচিকামাত্র প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেই আমার হাত পা একেবারে পেটের ভিতরে যাইবে। সুতরাং তখন সকলই মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা।"

বিভাবতী বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিলে কেন তোমার হাত পা পেটের ভিতর যাইবে?"

"কেন? তুমি যদি মারা যাও।"

উত্তর "ক্ষতি কি?"

তরলিকা কহিলেন "বিভে! কেন বলিতেছিস্? যাহা বলিতেছি শোন্। কেন এ সময়ে আমার মনে ক্লেশ দিয়া উৎসাহ ভঙ্গ করিবি?"

বিভাবতী কহিলেন "কিসে তোমার মনে ক্লেশ হইল?"

"কিসে ক্লেশ হইল? তুমি আমার ক্লেশ বুঝিতেছ না। এই ক্লেশ।"

বিভাবতী অধোমুখে রহিলেন।

তরলিকা কহিলেন "যাইবে কি?"

বিভাবতী মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিলেন "যাইব না।"

"কেন যাইবে না?"

"তোমার বিপদ্ দেখা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

তরলিকা চকিতের ন্যায় বিভাবতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।

কি দেখিলেন?

দেখিলেন বিভাবতীর সুকোমল পলাশকুসুমসন্নিভ ওষ্ঠ একটু একটু কাঁপিতেছে। বসন্তবায়ুহিল্লোলে নব-বিকশিত স্থলনলিনী যেরূপ মন্দ মন্দ কাঁপিতে থাকে সেই রূপ কাঁপিতেছে।

কহিলেন "যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই কর।"

তিনি এই বলিয়াই আবার শত্রুব্যূহ মধ্যে ধাবিতা হই-লেন। এইবার দেখিলেন শত্রুরা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

তিনি একেবারে তথায় উপস্থিত হইলেন।

শত্রুরা আবার হল্লা করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তরলিকা তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অসুরমধ্যবর্ত্তিনী কালিকার ন্যায় শত্রুনিপাতে নিযুক্তা হইলেন।

ক্রমে অস্ত্রজাল তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অনবরত শোণিতস্রাবে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। হস্ত অবশ হইয়া আসিল। হস্তের অস্ত্র ভূমিতে পতিত হইল। তিনি আর দেখিতে পাইলেন না।

"বি—ভা ব—ব—ব—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মৃত্যু আসন্ন বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধমুদ্রিত হইয়া আসিল।

শত্রুরা আর তাঁহাকে মারিল না। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে একটী কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। তথায় দুই জন

সেনানীকে তাঁহার ক্ষত স্থানে অনবরত জলসেক করিতে কহিয়া তাহারা পুনর্ব্বার লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

বিভাবতী তখন পর্য্যন্তও যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি যে ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা প্রায় নিঃশেষিত করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে উন্মত্তবৎ রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে আর এক দল পোর্টুগীজ সৈন্য তথায় উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগেরও সেই রূপ দুর্দ্দশা করিলেন, পরক্ষণেই পোর্টুগীজদিগের অধ্যক্ষ তথায় উপস্থিত হইল বিভাবতী তাহার প্রতি ধাবমানা হইলেন।

অধ্যক্ষ কহিল "সুন্দরি! কেন মিছামিছি প্রাণ নষ্ট করিবে? আইস আমরা তোমাকে পরম যত্নে রাখিব" বিভাবতী সে কথায় দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া অধ্যক্ষের হস্ত লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রহাস পরিত্যাগ করিলেন। অধ্যক্ষ এক লম্ফে তথা হইতে সরিয়া গেলেন।

চন্দ্রহাস বিফল হইল দেখিয়া বিভাবতী তরবারি প্রয়োগ করিলেন; এবারে অধ্যক্ষ আর কোন রূপেই আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহার বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি সমুদয় কাটিয়া ভুমিতে পতিত হইল। তিনি অধীন সৈন্য-দিগকে "ইহাকে বন্দী কর" এইমাত্র বলিয়াই সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাহারাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে একজন পশ্চাদ্ভাগ হইতে

তাঁহার পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিল। তিনিও অস্ত্রাঘাত করিবার উদ্দেশে যেমন তাহার প্রতি চাহিলেন অমনি এদিক হইতে অস্ত্রাঘাত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনিও তরলিকার ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভাদ্রমাসের ভরানদীর স্রোতোবেগে ক্ষয়িতমূল বৃহদ্বৃক্ষ যেরূপ ভূতলে পতিত হয় সেইরূপ পড়িলেন। সহকারাশ্রয়িণী মাধবীলতা দুর্দ্দান্ত মদমত্ত মাতঙ্গ কর্ত্তৃক সবলে আকৃষ্ট হইয়া যেরূপ ভূমিতলে পতিত হয় সেইরূপ পড়িলেন।

শত্রুরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পরে তাহারা সকলে ধরাধরি করিয়া বিভাবতীকেও তরলিকার পার্শ্বে লইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে তাহারা লুণ্ঠনাদি সমাপন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল।

অধ্যক্ষ কহিলেন "আর কেন? সকলেই দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা কর" সকলেই তাহাতে সম্মত হইল।

অধ্যক্ষ পুনর্ব্বার কহিলেন "কেমন বন্দীরা ত বাঁচিয়া আছে?"

উত্তর "এখনও বাঁচিয়া আছে কিন্তু বলিতে পারি না ইহার পরে কি হয়।"

"পরে যাহা হয় হইবে, কিন্তু এক্ষনে যেন সেবা শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়।"

সকলে কহিল "আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

অধ্যক্ষ পুনর্ব্বার কহিলেন "আর বিলম্ব করিও না দুর্গস্থ সমুদায় লোক জাগিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

তাহারাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে দুর্গের বহির্ভাগে যাইতে লাগিল। বিভাবতী তরলিকা সহিত শত্রুকরে বন্দী হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শেষ কুসুম।

"পরলোকনবপ্রবাসিনঃ
প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব।
বিধিনা জনএষ বঞ্চিতঃ"———

পাঠক মহাশয়! এতক্ষণে আমি বিভাবতীর শেষ কুসুমটী গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে করুন একজন একগাছি মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুষ্পসঙ্কলন হইল, একত্রীকৃত হইল, কাহার পর কোনটী গাঁথিতে হইবে স্থিরীকৃত হইল, এবং মালাকরও মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে যেটী গাঁথিবে স্থির করিয়াছিল সেটী গাঁথিল, তাহার পরে দ্বিতীয়টী গাঁথিল, তৃতীয়টীও ক্রমে গাঁথা হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় গুলিই গাঁথা হইল; এইবার শেষ কুসুমটী গাঁথিতে হইবেক। কুসুমটী গাঁথিবার জন্য হস্তে লইল। কুসুমটীকে দুই তিনবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে। মালাকার একবার, দুইবার, বহুবার মনে করিল যে "এ ফুলটী গাঁথিব না"। কিন্তু না গাঁথিয়া কি করিবে? কুসুমটী ঈশ্বরনির্ম্মিত। মানুষে

নূতন কুসুমের সৃষ্টি করিতে পারে না। এবং সে জাতীয় কুসুমও আর পাওয়া যাইল না। সুতরাং মালাকার একটী বিজাতীয় কুসুমে মালাগাছটী গাঁথিয়া শেষ করিতে পারিল না। তাহাকে সেই পুষ্পটী গাঁথিতেই হইল। কাজে কাজেই মালাটীতেও শেষে একটু খুঁত রহিয়া গেল।

পাঠক মহাশয়! গ্রন্থকারের গ্রন্থরচনা করাও মালাকারের মালারচনার সদৃশ। নায়ক নায়িকা স্থিরীকৃত হইল। তাঁহাদের কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইল। প্রথম পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ লেখা হইল। অবশেষে শেষ পরিচ্ছেদটী উপস্থিত হইল। এখন নায়ক নায়িকার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইল। বিধাতা তাঁহাদিগের অদৃষ্টে যেরূপ লিখিয়াছিলেন গ্রন্থকারকেও তাহারই অবিকল বর্ণনা করিতে হইবে। সুতরাং বিভাবতীর অদৃষ্টে যাহা আছে কে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে?

যে সময় বিজয়সিংহ মনোমত ছদ্মবেশে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বিভাবতীর ভবনোদ্দেশে যাত্রা করেন, প্রায় সেই সময়েই তাঁহারা উভয়ে সমরসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। দস্যুরা এরূপ গুপ্তভাবে বিভাবতীর মহলে প্রবেশ করিয়াছিল যে দুর্গস্থ অপরাপর ব্যক্তিরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। এক্ষণে তাঁহারা বন্দী হইয়াছেন, দস্যুরা

তাঁহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তথাপি এবিষয় এখনও দুর্গস্থ অনেক ব্যক্তির অবিদিত রহিয়াছে।

দস্যুরা জয়লাভ করিয়া মহা আনন্দিতমনে ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের "ছাউনিতে" গিয়া উপস্থিত হইল। পরে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত ভোজনাদি ক্রিয়া সমাপন করিবার পর লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিসাব করিতে লাগিল।

আর বিভাবতী?

তিনি মুদ্রিতনয়নে এবং রক্তাক্তকলেবরে তরলিকার পার্শ্বে একখানি লৌহখট্টায় শয়ানা রহিলেন।

পাঠক মহাশয়! এ সময়ে তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিতে ইচ্ছা হয় কি? না হওয়াই আশ্চর্য্য। হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

তবে আসুন আমি আপনাকে পোর্ত্তুগীজদস্যুদিগের ছাউনিতে লইয়া যাই।

দেখিবেন যেন ভীত হইবেন না।

ঐ দেখিতেছেন, বিভাবতী একখানি খট্টায় শয়ানা রহিয়াছেন? দেখুন এক্ষণে তিনি কি অবস্থায় আছেন।

এখন পর্য্যন্তও বিভাবতীর ক্ষত স্থান হইতে অনবরত রক্ত-স্রাব হইতেছে। রক্তধারাতে শয্যা একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। নয়নদ্বয় এখনও মুকুলিত। চন্দ্রকিরণসংস্পর্শে নলিনীদল যেরূপ মুকুলিত হয়, সেইরূপ মুকুলিত। হস্ত

পদাদি একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে রক্ত-স্রাবেরও একটু একটু আধিক্য হইতেছে। উপযুক্ত চিকিৎসকেরা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন, এবং যে সময়ে দীর্ঘনিশ্বাসের উপক্রম হইতেছে সেই সময়ে ক্ষতস্থানে নানা প্রকার ঔষধ লেপন করিয়া দিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে বিভাবতীর নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত হইল, তারকাদুইটী একটু একটু ঘুরিতে লাগিল। মুখ কিছু বিবর্ণ হইল। হস্তে আপনাপনি দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ হইয়া আসিল। ক্রমে তারকাদ্বয় উপরে উঠিতে লাগিল। এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসও কিছু কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

চিকিৎসকেরা সকলেই শশব্যস্ত।

একজন কহিলেন "বুঝি আর রক্ষা হইল না।

অপর এক ব্যক্তি কহিল "সেইরূপ ত বোধ হইতেছে, কিন্তু এখনও হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। যাহা হউক ঔষধ সেবন করাইতে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়।"

তখনি অপর একব্যক্তি আসিয়া একটী কাচনির্ম্মিত পাত্রে কি ঔষধ ঢালিয়া সেইটী আস্তে আস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল।

ক্রমে মুখমণ্ডল পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ণ ধারণ করিল। হস্তের মুষ্টি আপনাপনি শিথিল হইয়া আসিল। তারকাদ্বয় ক্রমে ক্রমে নিম্নে অবরোহণ করিল এবং সমুদায়ই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

একজন চিকিৎসক নাড়ী ধরিয়া দেখিয়া কহিলেন “আর কোন ভয় নাই, এখন বাঁচিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে পূর্ব্বমত সেবাশুশ্রূষা করিতে থাক, তাহা হইলেই ক্রমে আরোগ্য লাভ করিবে।” এই বলিয়া তিনি সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তরলিকারও ঠিক ঐরূপ অবস্থা। তাঁহারও মধ্যে মধ্যে এইরূপ হইতেছে।

ক্ষণকাল পরে দস্যুদিগের দলপতি তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি একবার উভয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। পরে কি বলিবার উপক্রম করিতেছেন ইতিমধ্যে ছাউনির বহির্ভাগে ভয়ানক কোলাহল হইয়া উঠিল। “এ সময়ে এ কিসের গোলযোগ” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া বহির্ভাগে আসিলেন, অপরাপর লোকেরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিল।

তিনি কেবলমাত্র বহির্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ইতিমধ্যে দূর হইতে একটী গুলি সন্ সন্ শব্দে আসিয়া তাঁহার ঠিক মস্তকে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহার নিকটস্থ ব্যক্তিরা “কি হইল” বলিয়া যেমন তাঁহাকে উঠাইবে অমনি প্রায় শতাধিক গুলি একেবারে আসিয়া তাহাদিগের গাত্রে লাগিল। অমনি সকলে ভূমিতে পতিত হইল। অপরাপর যাহারা এদিকে ওদিকে ছিল তাহারা কি হইল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া

চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। যাহারা এদিক ওদিকে পলাইয়াছিল তাহাদের এক প্রাণীও বাঁচিল না। সকলেই বজ্রতুল্য গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। আর যাহারা সমুদ্রতীরে গিয়াছিল তাহারা বহুকষ্টে আপনাদিগের জাহাজে উঠিয়া জাহাজ লইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে সমুদায়ই বৃথা হইল। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের অন্য দিক হইতে কতকগুলি গোলা আসিয়া জাহাজগুলিতে লাগিল। তাহারাও গোলা ছুড়িল। কিন্তু সেগুলি যেমত ছুড়িয়াছে অমনি তৎক্ষণাৎ আবার কতকগুলি গোলা আসিয়া লাগিল। সুতরাং সে জাহাজগুলি ক্রমে এক একখানি করিয়া সমুদ্র-গর্ভশায়ী হইল।

এইরূপে সমুদয় পোর্টুগীজ সৈন্য বিনষ্ট হইলে ক্ষণ-কাল পরে দুই জন অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের দুই জনেরই মুখ অত্যন্ত ম্লান এবং তাঁহারা যেন কি অন্বেষণ করিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁ-হারা ছাউনির মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। মৃত অশ্ব এবং মনুষ্যশবে আচ্ছন্ন হওয়াতে পথে অশ্বচালন তাঁহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। এবং কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন করিয়াই এক এক জন এক এক তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এই দুইজন কে তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের জা

বিদিত নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম বিজয়সিংহ ও অপর ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়সুহৃদ সমরসিংহ।

বিজয়সিংহ সমরসিংহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ছদ্মবেশে বিভাবতীর ভবনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে শত্রুরা তাঁহাকে এবং তরলিকাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি এই কথা শুনিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ দলবল লইয়া অলক্ষিতরূপে পোর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই।

যখন তাঁহারা উভয়ে পদব্রজে বিভাবতীকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন পর্য্যন্তও বিভাবতী এবং তরলিকা সেই অবস্থাতেই রহিয়াছিলেন।

বিজয়সিংহ অন্বেষণ করিতে করিতে যে তাম্বুতে বিভাবতী তরলিকার সহিত শয়ানা ছিলেন দৈবাৎ সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি একেবারে বিভাবতীর পার্শ্বে যাইলেন। মনে করিলেন বুঝি বিভাবতী শৃঙ্খলবদ্ধা আছেন। এই ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন তিনি রক্তাক্তকলেবরে এবং অস্পন্দশরীরে তরলিকার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছেন। দেখিবামাত্রই শত্রুরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে স্থির করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে "শয়—তান—পি—পি—শাচ—ণী—হ—হ—ত্যা" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া

ভূতলে পতিত হইলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, কে বলিবে? তিনি যাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সাতসমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিলেন একণে সেই বিভাবতীকে মৃত্যুশয্যায় শয়ানা মনে করিলেন। যোগাদ্যাদেবীর মন্দিরমধ্যে একবার মাত্র দেখিয়া যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়রূপ প্রস্তর ফলকে খোদিত হইয়াছিল, আজ সেই হৃদয়ের ধনকে জন্মের মত হারাইলেন মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

বাস্তবিক ঠিক এই সময়ে বিভাবতী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থা ছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার অল্প অল্প জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে একবার চাহিয়া দেখেন যে একটী তাঁবুতে শয়ানা রহিয়াছেন। তরলিকাও তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া আছেন। এই দেখিয়াই তিনি "এ তাঁবুটী কাদের? আমি কি পূর্ব্বে এটী কখন দেখি নাই!" এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে "তবে কি দস্যুরা আমাকে বন্দী করিয়াছে" এই মাত্র বলিয়াই তিনি আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। পরে পুনর্ব্বার জ্ঞানযোগ হওয়াতে তিনি আবার সেই সমুদায় বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। যদি কোনরূপে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান তাহা হইলে বিজয়সিংহ কি আর তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এই চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আবার

মূর্চ্ছিতা হইলেন। এইবার ক্ষতস্থান হইতে অত্যন্ত রক্তপাত হওয়াতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন! সুতরাং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না।

ঠিক এই সময়েই বিজয়সিংহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়েন।

যে সময়ে রাজপুত্র মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই সময়ে বিভাবতী মোহাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যেন তাঁহার জীবিতনাথ, তিনি শত্রুকরে বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়াছিলেন। পরে শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ অবস্থাপন্না দেখিয়া "বিভাবতী আর জীবিত নাই" মনে করিয়া আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত বিষপান করিলেন।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিবামাত্রই তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অমনি তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। পরে স্বপ্নটীকে সত্য ঘটনা মনে করিয়া চাহিয়া দেখিবামাত্র দেখিলেন যে কুমার বাস্তবিক তাঁহার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাহাতে আর স্বপ্নের সত্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। অমনি "হায় কি হইল" বলিয়া তরলিকার প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন।

তাহাতে কি দেখিলেন?

দেখিলেন তখনও তরলিকার কটিদেশে একখানি তীক্ষ্ণ

ছুরিকা দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিয়াছে দেখিবামাত্রই সেইখানি হস্তে লইয়া আপনার হৃদয়মধ্যে আমূল বসাইয়া দিলেন।

"উঃ যা—ত—ত—না—ম—রি—রে—তর—লি—কা"। এই বলিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া কুমারের বক্ষঃস্থলে ঢলিয়া পড়িলেন।

তাঁহার শোণিতস্রোতে কুমারের শরীরকে একেবারে আর্দ্র করিয়া তুলিল। প্রাবৃট্‌কালের নূতন জলরাশি পর্ব্বত হইতে গড়াইয়া আসিয়া নদীগর্ভস্থ বৃক্ষকে যেরূপ আর্দ্র করে সেইরূপ করিল।

ক্রমে কুমারের মূর্চ্ছা দূর হইল। ক্রমে তাঁহার শরীরে জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে একখানি বৃহৎ ছুরিকা বিভাবতীর হৃদয়ে আমূল বসান রহিয়াছে। এবং তখন পর্য্যন্তও অনবরত রক্তস্রাব হইতেছে। এই দেখিয়া তিনিও তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই ছুরিকা আপনার গলদেশে বসাইয়া দিলেন। তখনও তাঁহার মুখ হইতে "বি—ভা—বতী বিভাব—তী—বি-বি—বু—ব-ব-ইইই"—এইরূপ অস্পষ্ট স্বর বহুবার নির্গত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

"Let no one say that there is need
Of time for love to grow.
Ah! No, the love that kills indeed
Despatches at a blow".

মহাত্মা শিবজীর পরলোক গমনকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী মোগল শিবির হইতে প্রত্যাগমন করেন বটে কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ পুনর্ব্বার শত্রুহস্তে পতিত হইয়া পানেলা নামক স্থানে কারারুদ্ধ হয়েন। সুতরাং যে মুহূর্ত্তে শিবজীর প্রাণবায়ু তাঁহার দেহকে পরিত্যাগ করে সে সময়ে শম্ভুজী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। এই ঘটনাতে সকলেই শিবজীর দ্বিতীয়পুত্র দশবৎসরবয়স্ক রাজারামকে সিংহাসনপ্রদানে স্থিরসংকল্প হয়েন। পরে শম্ভুজী নানাবিধ উপায়ে রায়গড় অধিকার করিয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং রাজা হয়েন। কিন্তু তিনি যেরূপ অত্যাচারী রাজা ছিলেন তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই।

তিনি অতি অল্প দিবস রাজ্য করিয়া পুনর্ব্বার শত্রুকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হয়েন। এক দিবস তিনি কতিপয় বন্ধুর সহিত সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন ইত্যবসরে তোকারাব খাঁ নামক আরঙ্গিবের একজন সেনানায়ক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রিয়সখা কলুষাকে ধৃত করিয়া আরঙ্গিবের হস্তে সমর্পণ করেন।

পরে উভয়েই তাঁহাকর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে নিহত হয়েন।

এই ঘটনাতে প্রধান প্রধান মহারাষ্ট্রীয় সামন্তেরা রায়-গড়ে একত্রিত হইয়া তাঁহার শিশুপুত্র সাহুকে রাজ্যাভি-ষিক্ত করেন। এবং যত দিবস তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়েন ততদিবস তাঁহার পিতৃব্য রাজারাম সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন স্থির করিয়া সমুদায় ভার তাঁহার হস্তে সমর্পন করিয়া যান।

এইরূপে কিছুদিন যাইতে না যাইতেই একজন সেনানীর বিশ্বাসঘাতকতায় রায়গড় পুনর্ব্বার মোগলহস্তে পতিত হয়।

রাজারাম এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া জিঞ্জি দুর্গে পলায়ন করিয়া আপনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন এবং অসহায় পিতৃহীন শিশুকে বন্দীভাবে কারারুদ্ধ করেন।

পরে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে জলফকির নামক একজন আর-ঙ্গিবের সেনানায়ক জিঞ্জিদুর্গ অধিকার করেন। ইহারই পরে রাজারাম সেতারায় পলায়ন করিয়া তথায় অব-স্থিতি করেন।

রাজারামের মৃত্যুর পর তারাবাই তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে সিংহাসনে আরোপিত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। আরঞ্জিব সুবিধা পাইয়া এই অবকাশে বহু-সংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ জয় করিয়া লন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে আজিম রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বাহাদুর সার প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিতে মনস্থ করেন। এবং সাহুকে কারামুক্ত করিয়া উভয়ে প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

এই সময়ে সাহুর বয়ঃক্রম নিতান্ত কম হয় নাই।

পাঠক মহাশয়! এই সাহুই বিভাবতীনায়ক বিজয়সিংহ।

বিজয়সিংহ মোগলহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যেরূপে রাজ-সিংহাসন লাভ করেন তাহা বোধ হয় পাঠকমহাশয়ের অবিদিত নাই। এবং সে ঘটনার সহিত বিভাবতীর কোন সংস্রব নাই বলিয়া এস্থলে সে অংশ পরিত্যক্ত হইল।

শিবজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রকুল একেবারে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু বলজী বিশ্বনাথের বংশধর বাজীরাও পুনর্ব্বার সেই নির্ব্বাণপ্রায় মহারাষ্ট্রকুল উজ্জ্বল করিয়া তুলেন। ইনি শৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয়গুণে মহাত্মা শিবজীর সমকক্ষ ছিলেন।

যাঁহাকে পূর্ব্বে সমরসিংহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তিনিই এই বাজীরাও। ইনি বিজয়সিংহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ এবং তাঁহার পরম প্রিয়বন্ধু ছিলেন।

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সমরসিংহ এবং বিজয়সিংহ উভয়ে বুন্দেলখণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যাত্রাকালে তাঁহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া কয় দিবস তথায় অতিবাহিত করেন্।

সেই সময়ে বিভাবতীর পিতা খেলৎজী সপরিবারে হরিদ্বারে গমন করেন। গমনকালে বিভাবতী শিবিকা-মধ্য হইতে বিজয়সিংহের মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মোহিতা হন। তরলিকা বিভাবতীর সখী। তিনি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বিভাবতীর অগোচরে বিজয়সিংহকে যোগাদ্যা দেবীর মন্দিরে যাইতে পত্রের দ্বারা অনুরোধ করিয়া "দেবীদর্শনে যাইব" বলিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক বিভাবতীকে তথায় লইয়া যান। পরে বিজয়সিংহের মন্দিরোদ্দেশে যাত্রা, পথিমধ্যে বিপদ, এবং মন্দিরমধ্যে যে যে ঘটনা হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়ের অবিদিত নাই।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পোর্টুগীজদিগের সুখতর দ্বীপ আক্রমণের পূর্ব্বে বিজয়সিংহ গুপ্তচরের দ্বারা সেই সম্বাদ পাইয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং পোর্টুগীজ দস্যুদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া বিভাবতীর বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হয়েন। তথায় বিভাবতীকে মুমূর্ষু অবস্থায় স্থাপিতা দেখিয়া হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করেন। বুন্দেল-খণ্ডে তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হন তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই।

পথিমধ্যে যে কাঠুরিয়াবেশীর সহিত সমরসিংহের সাক্ষাৎ ও কলহের উপক্রম হয় সে বাস্তবিক তাঁহাদিগের গুপ্তচর। রাত্রিকালে সেইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দি রক্ষা করিতেছিল, ইতিমধ্যে সমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নূতন লোক বলিয়া সমরসিংহ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।